ম্যাসেঞ্জার

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ- অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১৫ই এপ্রিল, ২০১০ -- শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭

মুদ্রণ মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

যে ইচ্ছাশক্তি, যে জ্যোতি, যে আলো থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, নিশ্চয়ই তার পিছনে স্রষ্টার কোন বিরাট উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি নয়। স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করছেন, নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁর অভিনব সৃষ্টিতে মাত্রামাফিক কেউ মশা-মাছি, কেউ কীটপতঙ্গ, কেউ পশুপক্ষী, কেউ বা আবার মানুষ। তাঁরই সৃষ্ট জীব সবাই। আবার বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তিকে যথাযথাভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ, অন্যান্য জীব থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। হয়তো এরজন্যই প্রকৃতি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাঁর বেঁধে দেওয়া সময়ে, সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করে বেঁচে থাকা বা নিজেকে শেষ করে দেওয়া—এই দুইয়েরই ক্ষমতা। তার সঙ্গে দিয়েছেন বিবেক। সে প্রতিমুহূর্ত্তে সবাইকে সজাগ করে দিচ্ছে।

এই স্বল্পায়ু জীবনে সবকিছুই সাময়িক। আমাদের ভোগবিলাস, বিষয় সম্পত্তি, মান যশ সবই সাময়িক। আর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমরা যতই আশার বাসা বাঁধতে চাইছি, ততই ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়ছি। এর পরিণাম স্বরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা-নিরাশার মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে, মানুষ প্রায়শঃই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে, প্রকৃতির অমূল্য মহাদানকে বিসর্জন দিয়ে, আত্মহত্যা বা suicide এর পথ বেছে নিচ্ছে। অথচ জীবনকে নষ্ট করার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি।

প্রকৃতি বা স্রষ্টা বলছেন, জীবনের গতিপথে স্বাভাবিক মৃত্যুর আগে এই সময়টুকুতে, যে আত্মহত্যা বা suicide করলো, তার মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল। প্রকৃতির নিয়মে কেহ যদি Accident বা দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে সে saved হয়ে যাবে। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করবে, তাদের কোনদিনই save করা যাবে না। সাময়িক একটু অসুবিধার জন্য প্রকৃতির এতবড় মহাদান মনুষ্য জীবনকে, খামখেয়ালির বশে শেষ করে দিয়ে; তারপরই হয় আফশোস। তখন এই soul বা আত্মাগুলির দু'চারশো কোটি বছরের ব্যথাকে সামাল দেওয়ার জন্য ধারে কাছে কেউ থাকবে না।

আটকে পড়া এই soul বা আত্মাগুলোকে Messenger বা বিদেহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের জন্ম সহজে হয় না। তারা এমন আটকা পড়ে যায় যে, তাদের জন্ম হওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এই সব ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীদের কি হবে? প্রকৃতির নিয়মে একটা সমস্যার সৃষ্টি হলে, তার সমাধানও অনিবার্য। প্রকৃতি থেকে এই ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়। সেটা হলো, যখন কোন জন্মসিদ্ধ পূর্ণশক্তিসম্পন্ন মহান আসবেন, তারা (ম্যাসেঞ্জাররা) তখন একটা সুযোগ পাবে। জন্মসিদ্ধ মহানরা ধরাধামে আসেন একটাই কারণে। তাঁরা, হাজার হাজার বছর ধরে জমে থাকা, অপরাধের মাঝে আটক হয়ে পড়া, soul-গুলোকে বোঁচকা বেঁধে (উদ্ধার করে) নিয়ে যান।

মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেন দুই তিন ভাগে। যাঁরা এখানে এসে সাধনা, ধ্যান-ধারণা, জপতপ ইত্যাদি করে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের পিছনে ম্যাসেঞ্জার বেশী থাকে না। আর যাঁরা জন্ম থেকে সিদ্ধিলাভ করে আসেন অর্থাৎ যাঁরা জন্মসিদ্ধ, তাঁরা নিজেদের খুশীমত লক্ষ, কোটি জনকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। তাই জন্মসিদ্ধ মহানের পিছনে ম্যাসেঞ্জার থাকে অনেক।

জন্মসিদ্ধ মহানের সন্তানদের আলাদা করে সাধনা করার দরকার হয় না। এমনি সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে বহু জন্ম লেগে যেতে পারে। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহানের কৃপাতে বহু বছরের সাধনার ফল এক মুহূর্ত্তে হয়ে যায়। আর ঐ ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীরা এই সাধনার ফলটা লাভ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কেননা, বিদেহীদের আলাদা করে, সাধনা করার উপায় নেই। যে যত বড়ই হোক, দেহ নিয়ে সবাইকে সাধনা করতে হবে। দেহ ছাড়া সাধন ভজন জপতপের কোন মূল্য নেই।

ম্যাসেঞ্জাররা সবসময় জন্মসিদ্ধ মহানের আশে পাশে থাকে। জন্মসিদ্ধ মহান এবং তাঁর সন্তানদের নিয়ে যাওয়ার পথে, অযথা বাধা-বিঘ্ন, দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে, সে কয়জন সন্তানকে মহানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে, সেই কয়জনের সাধনার ফলটা (জন্মসিদ্ধের কৃপাটা) তারা পেয়ে যাবে। সেইটাই হলো ম্যাসেঞ্জারদের একমাত্র সাধনা। প্রকৃতি থেকে এই আশীর্বাদ তারা পেয়েছে। যখন সন্তানরা ভুল বুঝাবুঝি ও দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে, মহানের থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে, মহান তখন বুঝতে পারেন, ম্যাসেঞ্জার তার খেলা শুরু করে দিয়েছে। মহান হয়তো তাঁর সন্তানকে আদর করে বুঝাতে গেলেন, পাশে দেখতে পাচ্ছেন, ম্যাসেঞ্জার হাতজোড় করে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। তখন মহান ফ্যাসাদে পড়ে যান। তবুও তাঁর সন্তানদের রক্ষার জন্য; নানা আদেশ নির্দেশ ভালবাসা দিয়ে, তিনি তাঁর সন্তানদের আগলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীদের প্রকৃতি থেকে মুক্তির পথ বলে দেওয়া হয়েছে এইভাবে, "তোমরা যদি জন্মসিদ্ধ মহানের সন্তানদের মধ্যে অনবরত অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কর, তাহলে জন্মসিদ্ধ মহান তাদের নেবেন না।" সুতরাং অনবরত অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা বিদেহী বা ম্যাসেঞ্জারদের একমাত্র কাজ। ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীরা যেমন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, দেহীরা আবার অন্তর থেকে সেই দ্বন্দ্বগুলোকে সরিয়ে দিতে পারে। ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীদের অন্তর অত্যন্ত সজাগ। ওরা সর্বদা খেয়াল করে, মহান কখন কাকে কি বলেন। তখন তারা আবার দ্বন্দ্ব সৃষ্টির নতুন নতুন পথ রচনা করে। কি করে জন্মসিদ্ধ মহানের স্নেহভাজনদের মনের মধ্যে ভর করা যায়, তার চেষ্টা করতে থাকে। আর মহানের সন্তানরা যদি তাঁর কথা মতো চলে, তবে ম্যাসেঞ্জার বা বিদেহীরা নিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

দেহ নিয়ে যারা আসে, দেহ নিয়ে যারা আছে, বিদেহীর থেকে তাদের ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ দেহীর মাঝে দেহী ও বিদেহী, উভয়ের ক্ষমতাই আছে। প্রত্যেক দেহীর মাঝে দেহ নিয়ে নানাবিধ কাজ করার ক্ষমতা আছে। আবার সাধনা, ধ্যান-ধারণা, স্মরণ-মনন এবং নানাবিধ ভাবনা-চিন্তা, সবই তারা করতে পারে। তাই কার্যতঃই দেহীর ক্ষমতা অনেক বেশী।

ম্যাসেঞ্জাররা কখন কিভাবে কার ভিতরে যে আক্রমণ করবে, ঠিক নেই। ম্যাসেঞ্জারদের হাত থেকে একমাত্র বাঁচার উপায়, সবসময় নামজপের মধ্যে মগ্ন থাকা এবং তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহানের আদেশ, নির্দেশগুলো ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা। ম্যাসেঞ্জারদের গ্রাস থেকে ভক্ত ও সন্তানদের রক্ষাকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে, **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৩০-তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **'ম্যাসেঞ্জার'**।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
ইং ১৫ই এপ্রিল, ২০১০

চপল মিত্র
(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)

ম্যাসেঞ্জারদের কাজ হলো আড়াল থেকে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করা। তাই এদের বলা হয় বিদেহী।

৮/১সি, পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
২২শে মার্চ, ১৯৬৬

Messenger কখন কিভাবে কার ভিতরে যে আক্রমণ করবে, ঠিক নেই। তাই আমি আজ তোমাদের কাছে যে নির্দেশগুলি দিচ্ছি, এই রকম ১৪ বছর আগে ১৯৫২ সালে পুরীতে, একবার মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে, ইহা দিয়াছিলাম। আবার ১৪ বছর পরে ১৯৬৬-এ ২২শে মার্চ, করের বাড়ীতে (জিতেন কর - ৮/১সি, পাম এ্যাভিনিউ। এই বাড়িতে শ্রীশ্রী ঠাকুর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত অবস্থান করেছেন) সোমবার দিন, ঐরকম মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সামনে কিছু নির্দেশ দিচ্ছি, যাতে ম্যাসেঞ্জারের হাত থেকে রক্ষা পাও। এই কথাগুলি কেউ সহজে পায় না। যারা পাচ্ছ, তারা অতি ভাগ্যবান। **অনেক সাধনা করার পরে এই কথাগুলি শুনতে পাওয়া যায়। আমি তোমাদের যে কয়েকজনের সামনে বসে, এই যে আলোচনা করছি, এই আলোচনা শোনার জন্য এবং তোমাদের এই পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য চারিদিকে ম্যাসেঞ্জার অর্থাৎ বিদেহীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।** তাই তোমরা সবসময় নাম, জপ, ধ্যান নিয়ে মগ্ন থাকবে। তাহলে তোমাদের আর তারা নষ্ট করার সুযোগ পাবে না।

মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন দুই, তিন ভাগে—

(১) জন্ম থেকেই মহান হয়ে আসেন

(২) জন্ম নিয়ে সাধনা করে মহাপুরুষ হন

কেহ সিদ্ধিলাভ করে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ বা এখানে এসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। সাধনা, ধ্যান-ধারণা, জপতপ করে যারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁরা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের পিছনে ম্যাসেঞ্জার বেশী থাকে না।

আর যাঁরা জন্ম থেকেই সিদ্ধিলাভ করে আসেন, তাঁদের ক্ষমতা অসীম। তাঁরা নিজেদের খুশীমত লক্ষ লক্ষ জনকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। শিশু বয়স থেকেই, জন্মের সাথে সাথেই, তাঁদের বিভূতি প্রকাশ পেতে থাকে। সবাই সেটা বুঝতে পারে, কোনই অসুবিধা হয় না। তাই যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের পিছনে ম্যাসেঞ্জার থাকে অনেক।

ম্যাসেঞ্জারদের কাজ হলো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা। এরা আড়াল থেকে কাজ করে। তাই এদের বলা হয় 'বিদেহী'। **জন্মসিদ্ধ মহান তাঁর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে, সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারেন এক মুহূর্ত্তে; 'বিদেহী'গুলিও সেই মুহূর্ত্তে বাধার সৃষ্টি করে, যাতে জন্মসিদ্ধ মহান তাঁর সন্তানদের না নিয়ে যেতে পারেন।**

বিদেহীরা কিভাবে বাধার সৃষ্টি করে? বাধাগুলি হলো, মনের মাঝে অযথা সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা; হিংসা সৃষ্টি করা, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা। জন্মসিদ্ধ মহান যা বলেন, সে বিষয়ে মনের মধ্যে সবসময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এবং বিরুদ্ধ শক্তি সঞ্চয় করা। বিদেহীরা সদাসর্বদা এইভাবে জন্মসিদ্ধ মহানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

মনে করো একুশ হাজার বছর, একুশ ঘণ্টা ধরে সাধনা করলে, সিদ্ধিলাভ হয়। এখানে (এই পৃথিবীতে) তাদের কারও পক্ষেই একুশ হাজার বছর, একুশ ঘণ্টা ধরে সাধনা করে, সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহান তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে, এই দুরূহ সাধনার ফল, একমুহূর্ত্তেই দিয়ে দিতে পারেন তাঁর লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি সন্তানকে। একুশ হাজার বছর একুশ ঘণ্টা করে সাধনা করতে হবে না। শুধু জন্মসিদ্ধ মহানের কৃপাতেই সিদ্ধিলাভ হবে। কিছুই করতে হবে না তাঁর সন্তানদের। তাদের চঞ্চল মন থাকবেই। মন এদিক ওদিক থাকবেই। সব কুমনগুলি নিয়েই তারা চলতে পারবে। কিন্তু সাধনার ফলটা পেয়ে যাচ্ছে। একমাত্র জন্মসিদ্ধ মহানই তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে অসংখ্য ছেলেমেয়েদের (তিনি) টেনে নিয়ে যেতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ঐ বিদেহীগুলি এই সাধনার ফলটা লাভ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কেননা, বিদেহীদের আলাদা করে সাধনা করার কোন উপায় নাই। দেহ বিনা কাহারও সাধনা করবার উপায় নাই। যে যত বড়ই হউক, দেহ নিয়ে সাধনা করতে হবে। দেহ ছেড়ে গেলে সাধনা করা হবে না। বিদেহীগুলি সবসময় জন্মসিদ্ধের পাশে পাশে থাকে, ঐ একুশ হাজার বছরের একুশ ঘণ্টা করে সাধনার ফলটা লাভ করার জন্য। এটাই হল তাদের একটি মাত্র পথ।

প্রকৃতি থেকে তাদের (বিদেহীদের) একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মসিদ্ধ মহানের পাশে পাশে থেকে, তাঁর (জন্মসিদ্ধ মহানের), নিকটবর্ত্তী যে কয়জনের ভিতরে, বাধার সৃষ্টি করে, সরিয়ে আনতে পারবে, যে কয়টাকে দূরে রাখতে পারবে, সে কয়টার ফলটাই তারা পেয়ে যাবে। 'সেটাই' হলো ওদের (বিদেহীদের) 'সাধনা'। যদি তোমরা (সন্তানরা) নিয়মিত সাধনা করে, এগিয়ে যেতে পারো, তবে সেখানে তারা (বিদেহীরা) বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। বাধাটা সরে যাবে। তাঁর কৃপাটা তোমরা লাভ করতে পারবে। তিনি (জন্মসিদ্ধ মহান) শুধু ভালবাসার উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সহজে পাবে বলে।

বিদেহীগুলি প্রকৃতি থেকে 'বর' পেয়েছে। তাদের বলে দিয়েছে, তোমরা (বিদেহীরা) যদি জন্মসিদ্ধ মহানের সন্তানদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কর, তাহলে জন্মসিদ্ধ মহান তাদের নেবেন না। সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করাই বিদেহীদের কাজ। অন্য কোন ক্ষতি ''ওরা'' (বিদেহীরা) করবে না। আর একটি দিক হলো, **দেহ নিয়ে যারা আসে, দেহ নিয়ে যারা আছে, বিদেহীর থেকে তাদের ক্ষমতা**

বেশী। সেটা সম্ভব কি করে? কারণ দেহীর মাঝে দেহী ও বিদেহী উভয় ক্ষমতাই আছে। প্রত্যেক দেহীর মাঝে দেহ নিয়ে নানাবিধ কাজ করার ক্ষমতা থাকে। আবার সাধনা, ধ্যান-ধারণা, স্মরণ মনন এবং নানাবিধ চিন্তা-ভাবনা সবই তারা করতে পারে। তাই কার্যতঃই দেহীর ক্ষমতা অনেক বেশী। বিদেহীরা যেমন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, দেহীরা (জন্মসিদ্ধের সন্তানরা) আবার অন্তর থেকে সেই দ্বন্দ্বগুলো সরিয়ে দিতে পারে। বিদেহীগুলির অন্তর অত্যন্ত সজাগ। ওরা সদা-সর্বদা খেয়াল করে, জন্মসিদ্ধ মহান কখন কাকে কি বলেন। তখন তারা আবার, দ্বন্দ্ব সৃষ্টির নতুন নতুন পথ রচনা করে। কি করে জন্মসিদ্ধ মহানের স্নেহভাজনদের মনের মধ্যে ভর করা যায়, আর কিভাবে তাদের মনটাকে দ্বন্দ্বে পরিণত করা যায়, অনবরত সেই চেষ্টা করতে থাকে।

এখানে বিদেহীদের কথা বলা হচ্ছে। ওরা (বিদেহীরা) যেমন তোমাদের প্রতি খেয়াল করবে এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবেই; আবার তোমাদের অভিপ্রায় জানলে, ওরা আর এক উপায় অবলম্বন করার জন্য কি পথ নেবে?

প্রথমতঃ ওরা (বিদেহীরা) জন্মসিদ্ধকে রোজ ভক্তিসহকারে প্রণাম জানায়। কিন্তু সাধনার ফলটা নেওয়ার জন্য চরমক্ষতি হলেও তারা খেয়াল করবে না ও দুঃখিতও হবে না। তারা সবসময় চেষ্টা করবে কিভাবে তাদের (জন্মসিদ্ধ মহানের সন্তানদের) পরাজিত করা যায়। কিন্তু জেনো, জন্মসিদ্ধ মহান যা যা নির্দেশ দেবেন, সেটা কাঁটায় কাঁটায় মেনে চললে বিদেহীরা সরে যাবে। তখন তারা বুঝে নেবে যে, এরা (জন্মসিদ্ধ মহানেরা সন্তানেরা) শক্ত হয়ে গেছে। এদের কোনমতেই সরানো সম্ভব হবে না। জন্মসিদ্ধ মহানের প্রত্যেকটি কথা ওরা (বিদেহীরা) শুনবে এবং নানারকমভাবে বাধার সৃষ্টি করবে।

বিদেহীরা কোন্ কোন্ পথ অবলম্বন করে, জেনে রাখা ভাল।

প্রথমতঃ একজন খুব গরীব, তার খাওয়া জোটে না। অথচ সে জন্মগত মহান অন্তপ্রাণ-হঠাৎ সে লটারিতে টাকা পেল। সে টাকা

কিন্তু বিদেহীদের ক্ষমতায় পেল। বিদেহীরা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে, তাকে মহানের কাছ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কোটিপতি হলেও জন্মসিদ্ধের কাছ থেকে, সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয়তঃ জন্মসিদ্ধ মহান সারাক্ষণ নানা নির্দেশ দিয়ে গেলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে এমন কথা বলে যায়, যাতে সমস্ত ব্যাপারটা ভজঘট হয়ে যায় এবং জন্মসিদ্ধ মহানের উপর তাদের বিদ্বেষ আসে। তিনি যে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশগুলি তারা (বিদেহীরা) এমনভাবে বলবে এবং শুনবে, যাতে তাদের (সন্তানদের) কাছে ঐ কথাগুলি হাল্কা হয়ে যায়। তাহলে সেইগুলি (নির্দেশগুলি) আর কার্যকরী হবে না। মহানের সমস্ত নির্দেশ যাতে হাল্কা হয়ে যায়, তারা (বিদেহীরা) সেই চেষ্টাই করতে থাকে। জন্মসিদ্ধ মহানের টান ও ভালবাসা তোমাদের উপর যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তোমরা ঠিক থাকবে। কিন্তু বিদেহীরা নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। মনে কর, ১৫ দিন বাদে তোমার মৃত্যু হবে। তার আগে বিদেহীরা তোমায় এমনভাবে জানিয়ে দিয়ে যাবে যে, তোমার এই কাজটা (মৃত্যু) আমিই করেছি। *'বলু' ও 'বিশু'কে যা বলেছি, তাই হয়েছে।

জন্মসিদ্ধের নির্দেশগুলো যেমন, স্নেহ ও ভালবাসাও তেমনি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যাহাই করুন না কেন, নির্দেশগুলো কখনও ভুলে যাবে না। তবে **জন্মসিদ্ধ মহান তিনবার ওয়ার্নিং দেবেন। প্রথমবার বলবেন, 'যাহা করছো সুবিধার নয়।' দ্বিতীয়বার বলবেন। তৃতীয় ওয়ার্নিংও না শুনলে কেটে দেওয়া হবে। তখন বিপরীত বুঝটাই আনন্দ লাগে। সে সময় ঐরকম বন্ধুরাই জুটবে, যাতে বিপরীত বুঝটাই পাকা হয়। তেমন হিতকারী বন্ধুবান্ধবই জুটবে, আর বিদেহীরা আনন্দে করতালি দেবে।**

শ্রীকৃষ্ণের ষোলশো গোপিনী ছিল। তাঁর নির্দেশ মতো তারা (গোপিনীরা) যাতে চলতে পারে, সেই বিষয়ে দেখাশুনা করবার জন্য তিনি ষোলহাজার ভক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও কয়েকজন ব্যতিক্রম হয়েছিল। পরে আবার ক্ষমা চেয়ে তারা ঠিক হয়ে গেছে।

তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে। তারা কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে গেছে।

এমন অনেক গোপন কাজ আছে, যেটা সবাইকে বলা সমীচীন নয়। একটা কথা যেমন একজনকে বলা হলো এবং তাকে বারণ করা হলো, কাউকে না বলার জন্য। কিন্তু পরে গিয়ে জানা গেল, সে অন্যকে বলে দিয়েছে। এটা বিদেহীরই কাজ। এরকম কাজ কিংবা কথা অনেকসময় পাই। কথা একরকম হতে পারে। কিন্তু যাকে যেভাবে বলা হবে, সেটা সেভাবে তার উপরেই প্রযোজ্য।

সেইজন্য আর একজন যেন এমন চিন্তা না করে, যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বগুলো বৃহৎ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কারও মন খারাপ হতে হতে প্রসারিত হয়ে, যখন এটা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেটা প্রকাশ করে বলে দিতে পারি। যেমন পুকুরে শত লোকে স্নান করলে, পুকুরের জল নষ্ট হতে পারে। কিন্তু সাগরে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করলেও সাগরের জল নষ্ট হয় না। জন্মসিদ্ধ মহানের কাছে যারা আসে, তারা তাঁর স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন করে। সেখানে একজনের কথা আর একজনের কাছে বলা নিষেধ আছে। **সাগর যেমন অসীম, জন্মসিদ্ধ মহানের ক্ষমতাও তেমনি অসীম। সেইজন্য তাঁর স্নেহের সাগরে স্নানে, তিনি সাগরের তুল্য করে নেন। সেখানে কোন দ্বন্দ্ব আসাই সমীচীন নয়। দেবতাকে সাধারণ মানুষের ভালবাসার মধ্যে এনে ফেলাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।** তাঁকে নিয়ে হিংসা, ঝগড়াবিবাদ, রাগ, দুঃখ, অভিমান করা সাজে না। প্রকৃতির খনি হতে মণি আহরণ করে, প্রকৃতির বিরাট ধ্বনি নিয়ে তিনি এসেছেন। সুতরাং তাঁর ভালবাসাকে সাধারণ মানুষের ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করলে, গর্হিত অপরাধ হবে। মনে করো, তুমি একজনকে ভালবাসলে। সে ভালবাসার জন্য তুমি জন্মসিদ্ধের কাছ থেকে সরে গিয়ে, তোমার ভালবাসার জনের কাছে চলে গেলে। হঠাৎ তার heart-attack হলো। তখন বাঁচাতে না পেরে জন্মসিদ্ধ মহানের কাছেই তোমাকে আসতে হবে। নিজের ভালবাসা দিয়ে, তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না। যদি রক্ষা করতে পারতে, তবেই ভালবাসা টিকবে। সেই বিপদের সময় কোন দেবতারও ক্ষমতা

থাকবে না, তোমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার; কেননা, তুমি তোমার নিজের খুশিতে, নিজেই মেতে গেছো।

বেশীরভাগ ভালবাসাই এ জগতে কাঁচের গ্লাসের মত ঠুনকো। কাঁচের গ্লাস কখন হাত থেকে পিছলে পড়ে যাবে, তুমি বুঝতেও পারবে না। আর বিদেহীগুলো কাঁচের দিকেই মন নিয়ে যায়। তারা (বিদেহীরা) সেই দিকেই মন করিয়ে দেবে, আর ওটাই ভাল লাগবে। এদিকে (জন্মসিদ্ধের দিকে) খেয়ালটা সরিয়ে দিয়ে, যাতে টাকা পয়সা, নামে মজে, সেদিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। জানো, একটা বড় মাছ একজন সাধকের কাছে রেখে দেওয়া হয়েছে। মাছটা দেখে সাধকের খেতে ইচ্ছা করছে। মাছটা তখন বলছে, 'তুমি আমাকে খাও, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি একসময় ভারতেরই একজন নামজাদা লোক ছিলাম।' তখন সাধক সরে পড়লো।

জন্মসিদ্ধ মহান যাঁরা, তাঁরা সবসময় মনকে সাগরমুখী ক'রে নানারকম (অজস্র) পথের মধ্য দিয়ে, তাদের (সন্তানদের) টেনে আনতে চান, যাতে তারা ঐ ফলটা পেতে পারে। **জন্মসিদ্ধ মহানরা সাধারণ হয়ে, সাধারণের সাথে অতি সাধারণভাবে মেশেন। তাঁরা তাঁদের শক্তি বুঝতে দেন না। কেন না তাহলে তারা (সন্তানরা) সেই শক্তি দেখে ভয় পাবে। প্রেমের ধারায় তাঁরা চারিদিক মধুময় করে তোলেন।** জন্মসিদ্ধ মহানের বিভূতি শিশুবয়স থেকেই প্রকাশ পাবে। তা কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। কারণ তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হবেই। **তিনি যে সবসময় বিরাট শক্তির আধিকারিক। জ্ঞানের দিক থেকে, শক্তির দিক থেকে, উদারতার দিক থেকে, সর্বদিক থেকেই তিনি বিরাট। সবাই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে।** একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে জন্মসিদ্ধ মহানের বক্তব্য অতি সুন্দরভাবে, অতি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গার সামনের সিঁড়ির উপর একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোক বসেছিল। সেইসময় অনেক লোক গঙ্গায় স্নান করতে আসতো এবং স্নান করে চলে যেত। সে স্নানার্থীদের দেখে সবাইকে বলছে, ''আমাকে

একটু স্নান করিয়ে দাও।'' কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, তার কথাটুকুও শুনছে না মন দিয়ে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় একটি লোক এসেছে, গঙ্গার সেই ঘাটে স্নান করতে। সে দেখে একটি কুষ্ঠরোগী স্নানের ঘাটে বসে আছে এবং তাকে একটু স্নান করিয়ে দেবার জন্য, সবাইকে অনুনয় করছে। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করছে না। সেই ব্যক্তি কুষ্ঠরোগীটিকে তুলে নিয়ে ভাল করে গঙ্গায় স্নান করিয়ে দিল এবং গা, হাত, পা মুছে পরিষ্কার করে আবার ঘাটে বসিয়ে রাখলো। এরপর নিজের বাড়ী থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসে তাকে খাওয়ালো। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এরপর সেই ব্যক্তি নিজে স্নানাদি সমাপন করে, কুষ্ঠরোগীটির কাছে বিদায় নিয়ে পথে চলতে লাগলো। চলতে চলতে সে এক বনের মধ্য দিয়ে চললো। হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে, 'দীনেশ, দীনেশ'। কে ডাকছে? কোন লোককে সে দেখতে পেল না। তারপর সে ঐ ধ্বনিটি লক্ষ্য করে সোজা পথ চলতে লাগলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সে দেখলো, সামনে একটি কুঁড়েঘর এবং তাতে মিট মিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলো, সামনে একটি শিবলিঙ্গ। সেখানে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেখে, স্বয়ং শিব দাঁড়িয়ে আছেন তার সম্মুখে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে শিবকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, ''তুই আজ গঙ্গার ঘাটে যাকে স্নান করিয়ে দিয়েছিলি, আমিই সেই। তুই এখানে জপ কর, ধ্যান কর। তাতেই তোর সিদ্ধিলাভ হবে।''

এইভাবে **জন্মসিদ্ধ মহানরা শিবতুল্য হয়ে, পথের পথিক হয়ে কাজ করেন। তোমরা কোন ঘটনা দেখলেও না জিজ্ঞাসা করে, না জেনে, শুধুমাত্র ধারণার বশে কোন মন্তব্য করবে না। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে না। যদি পার, জন্মসিদ্ধ মহানকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।** তাঁদের কাজই হলো সাধনার পথে এগিয়ে দেওয়া। তাঁদের আদেশ, নির্দেশ ছাড়া, অন্য কোনদিকে তাকাবে না। ''আমি ছেলেধরা।

আমার কাজই হলো, তোমাদের আমার থলিতে ভরে, মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া''।

জন্মসিদ্ধ মহানরা অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবেন না। অন্তরে অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে, তাঁরা নেওয়ার পথ করে নেন। **গুরুর কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না এবং ছলচাতুরী করবে না। আগুন লেগে গেলেও তাঁর কথা শুনবে। তিনি যে কথা বলেছেন, সেটি কাউকে বলবে না। এখানেই ভুল বুঝাবুঝিটা বেশী হয়। সেইজন্য নানারকম নির্দেশের মাধ্যমে আসতে হয়। ভুলবুঝাবুঝিটা হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ।**

বিদেহীরা, যাহাতে তোমাদের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝিটা বেশী হয়, তার পথ তৈরী করে। তৈরী হয়ে গেলেও কখনও টলবে না। কারও ভুল দেখলে নম্রভাবে সংশোধন করে দেবে। শুধু মন ভাঙ্গানোর কথা কখনও আলোচনা করবে না। কোন কিছুতেই কখনও মনভাঙ্গানোর কথায় আসবে না। Proof (প্রুফ) হতে হবে অর্থাৎ তোমাকে তৈরী হতে হবে। যারা আমার (ঠাকুরের) হয়ে গেছে, তারা আমার কাছে খুশীতে আছে। সর্ব অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কোন অবস্থায় তুমি টলবে না। কেউ যদি বিয়ে করতে চাও, তবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে না, অন্যের কাছে আলোচনা করবে না। তুমি সেটা সরল ও সহজ মনে আমাকে জানাবে। কেন না, তোমাকে স্বচ্ছ হতে হবে।

কেউ যদি জন্মসিদ্ধের কাছে থাকতে না চাও, বাড়ীতে থাকতে চাও, সেটাও জন্মসিদ্ধের কাছে বলবে। অন্যের সাথে আলোচনা করবে না; রাগ বা দুঃখ করবে না। যদি কেউ জন্মসিদ্ধের অধীনে থেকে সংসারে ফিরে যেতে চাও, তাতে জন্মসিদ্ধের ভালবাসা কম হবে না। তবে স্তরের মাত্রা কম-বেশী হতে পারে। ১০ বছর পরে হলেও ভালবাসাটা কিংবা টানটা জন্মসিদ্ধের কাছে একই থাকবে। যতটা প্রথমে ছিল, ততটাই থাকবে। তবে স্তরের পরিবর্তন হয়। কারণ জন্মসিদ্ধের কাছে থাকলে তাঁর আদেশ, নির্দেশগুলো শোনার ও জানার সুযোগ বেশী হয়। স্তরটাও বেশী হয়। দূরে থাকলে কম হয়। **জন্মসিদ্ধের কাছে**

থাকলেই হবে না, যদি না তাঁর আদেশগুলো ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতে পার। জন্মসিদ্ধের কাছে থাকলে যেমন একেবারে উপরের স্তরে উঠা যায়, আবার একেবারে নীচের স্তরে নামাও যায়। জন্মসিদ্ধের কাছে থাকা যেমন সহজ, তেমনি আবার কঠিন। তাই কাছে থাকলে স্তরটা বেশী পাওয়া যায়। দূরে থাকলে তা পাওয়া যায় না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

---

*'বলু' ও 'বিশু' — এই দুই ভাই প্রথম জীবনে ছিল পরমপিতা শ্রীশ্রী ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ভক্ত। দেশভাগ হবার পর এদের সমগ্র পরিবার বিধবা মা শৈলবালাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এদের আশ্রয় দেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেন। ওদের তিনবোন ও অন্য ভাই জগদীশের বিবাহ দেন। ক্রমে 'বলু' ও 'বিশু' শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের লোক হয়ে ওঠে। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে বলু ও বিশুর হাতে অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু মূল্যবান নথি-পত্র (জমির দলিল, নেতাজীর সই করা কাগজ ও অন্যান্য কাগজপত্র ইত্যাদি) এদের হেফাজতেই থাকতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর 'বলু' ও 'বিশু'র সামনে একদিন বলেছিলেন, '' হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ম্যাসেঞ্জারের প্রভাবে আমার কাছের লোকেরাই আমার চরম বিরুদ্ধাচরণ করবে।''

ঠিক তাই হ'ল। ১৯৬২ সনে শ্রীশ্রীঠাকুর ৮০,০০০ টাকার জমি ওদের (মা শৈলবালা ও তার ছেলেদের) নামে লিখে দিলেন। ওরা প্রেস পেল, বাড়ী পেল। টাকা নিল, জমি নিল। তারপর বড় পোষ্টের চাকুরী ও নগদ অর্থের প্রলোভনে মা শৈলবালাকে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে মিথ্যা মামলা করলো। ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে বৃদ্ধা মহিলা শৈলবালা বললো, শ্রীশ্রীঠাকুর তার জমি ও টাকা মেরে দিয়েছেন।

এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। বহু লড়াই করে শ্রীশ্রীঠাকুর সসম্মানে জয়লাভ করলেন।

এইভাবে ম্যাসেঞ্জারের প্রভাবে 'বলু' ও 'বিশু' পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে গিয়েছিল।

Messenger কখন কিভাবে কার ভিতরে যে আক্রমণ করবে, ঠিক নেই

১৫৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কোলকাতা।
১৮ই অক্টোবর,১৯৭১

বেদমন্ত্র..... এখন আমার জন্মলগ্ন উপস্থিত। বছর কয়েক আগে, কতবছর? ৫১ বছর আগে এমনি করে ঢাকা বিক্রমপুরের মেদিনীমণ্ডলের গ্রামের বাড়ীতে এরকম পূজা হচ্ছিল। বেশ বড় বাড়ী, অনেক লোকজন ছিল। সবাই বলতো বারো ভাইয়ের বাড়ী। সেই দিনগুলি চলে গেছে। আজ কোথায় এসে উপনীত হয়েছি। শারীরিক অসুস্থতা ঘিরে ধরেছে। তোমাদের কাছে আজ আছি। ঝড়ের বাতাসে কখন কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, বলা মুস্কিল। তবুও যাতে ঝড়কে সামলিয়ে তোমরা চলতে পার, সেদিকটা লক্ষ্য রাখবে এবং আমিও লক্ষ্য রাখছি।

তোমাদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, সেই সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে, অক্ষুণ্ণ থাকে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি কখনও কারও কথায়, কারও ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে, তার থেকে দূরে সরে থাকবো না। এটা আমার নিজের কথা। তোমরাও ঠিক সেইভাবে থেকো। তোমাদের সেইদিকের কথা যেন ঠিক থাকে। **তোমাদের সাথে এই যোগাযোগের সূত্র শুধু বর্ত্তমান ও এখানকার ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়। এই যোগাযোগ চিরন্তন যেন থাকে। আমার থাকা, আমার কাজ এখানকার জন্য শুধু নয়। আমি এখানকার জন্য ভেবে কিছু করি না। যদিও ভাবি, খুব কম। পরেরটা ভাবি বলেই, এখানকার কাজগুলি সব ওলটপালট হয়ে যায়।** এই যে পরের ভাবনাটা, আমার নিজের জন্য

নয়। তোমাদের সবারটা নিয়ে ভাবনাটা করি বলেই, আমাকে আরও বেশী ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করতে হচ্ছে।

তোমরা কারও কানকথায় (শোনা কথায়) কান দেবে না। ঐ যে সুপ্ত Messenger আছে, দূত আছে তারা শুধু ভণ্ডুল বাধায়। সে দূতের কাজ, ম্যাসেঞ্জারের কাজ সবসময় চলছে। দূত তোমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। যদিও তাদের ক্ষতি করার অধিকার ও ক্ষমতা নাই। তবুও চেষ্টার বিরাম নাই। তারা সবসময় ভণ্ডুল বাধাতে চেষ্টা করছে। অবশ্য ভণ্ডুল বাধাতে ইচ্ছে করলেই যে বেধে উঠবে, তার কি কথা আছে? আমি যদি না বাধাই। এই **Messenger কখন কিভাবে কার ভিতরে যে আক্রমণ করবে, ঠিক নেই। যত আক্রমণই আসুক, তোমরা তাদের দূরে সরিয়ে রাখবে। আজকের এই পৃথিবীতে তোমাদের সাথে যেমন কথা বলছি, ঠিক এমনি করে, আর এক গ্রহে তোমাদের সঙ্গে যেন কথা বলতে পারি। আমি তারই চেষ্টা করছি। এটা একটু ভাবের কথা, একটু কল্পনা মার্গের কথা বলে মনে হলেও, কল্পনা নয়; এটা বাস্তব সত্য।**

জীব পৃথিবীর পর পৃথিবী ঘুরবে, সেটাই জীবের ধর্ম। এক পৃথিবীতে জীব কখনও থাকে না, থাকতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে ঘুরতে হয়। তোমরা মায়ার ফাঁদ, জন্ম-মৃত্যুর চক্রের ফাঁদকে দূরে রেখো। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করবে। এই ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা যাবে যেদিন, সেদিন আমরা সবাই একত্রিত হবো। যেতে তো হবেই এই ধরাধাম থেকে। আজ হউক, কাল হউক, বিশ বছর পরে হউক, যেতে হবেই। যারা চলে গেছে, তোমাদের ভাইবোনেরা, যারা তোমাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসতো, আমাকে ভালবাসতো, তারা সেখানে খুব আনন্দে বাস করছে। তোমরা যাতে সেই আনন্দের অংশীদার হতে পার, তার চেষ্টা করবে।

প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের আশা ও ভরসায় কাজ করে চলেছে। আমরা সবাই যেন এক গোষ্ঠী হয়ে, এক একান্নভুক্ত পরিবারের মত

থাকতে পারি। **সবাইকেই যে একদিনে যেতে হবে, তা নয়। কেহ বিশ বছর পরে যাবে, কেহ ৫০ বছর পরে যাবে। আবার এমনও আছে, কেহ ৭০ বছর পরে যাবে। হাওয়াই বাজী সাঁ করে উপরের দিকে উঠে যায়। এখন এই বাজী উপরের দিকে উঠছে। আবার নাবতেও তো সময় লাগে।** আমরা আবার সকলে অন্তরের সাথে মিলে যেন থাকতে পারি, সেই চেষ্টাই করবো।

সামনের বছর সুস্থ শরীরে সবদিক থেকে যদি টিকে থাকতে পারি, তবে আবার জন্মদিনে মিলিত হবো। শরীর অসুস্থ; গলা ধরে গেছে। এত ব্যথা, এই ক্লাস শেষ করে এলাম। সবচেয়ে ব্যথা হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝির রাজত্বে থাকা। জীবনে একটা কথা মনে রাখবে, যখন যার উপর ভুল বুঝবে, যে কথায় ভুল বুঝবে, কথাটা আগে জেনে নিও। যত ভালবাসার জনই তোমাকে বলুক, ভুল বুঝবার আগে প্রকৃত কারণটা জানতে চেষ্টা করো। তারপর সেটা গ্রহণ করো। আগেই, ভালবাসার জন বললো বলে, বিশ্বাস করবে না। কথাটা আগে জানতে চেষ্টা করো। এই কথাটা মনে রেখো। জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থায় যদি এই কথাটা মেনে চলতে পারো, তবে অনেক শান্তি পাবে।

আজ পড়ে গেছিলাম। ব্যথাট্যাথা পাইনি। পরে জেনে বেকুব হয়ে গেছি। আমি তোমাদের ঘরের একজন হয়ে রয়েছি। তোমরা আমাকে ঘরে রেখেছ। ঘর থেকে তোমরা সাড়া পাও; পাবেও। সাড়া না পাওয়ার কারণ তো নেই।

তোমরা ভরপুর হয়ে থেকো। জপ করলে সাড়া পাবেই। আর ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে যারা আছো, এক গুরুর শিষ্য যারা আছো, সমস্ত ভুলবোঝাবুঝি মিটিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করে দাও।

সন্তানদল সম্পর্কে বলছি, যেখানে যে কাজ করছো, সভ্য বাড়াবে। সবাই ওদের পুরোপুরি সাহায্য করবে। ছেলেগুলি খাটছে, পরিশ্রম করছে। তাদের সহযোগিতা করবে এবং সন্তানদলের মাধ্যমে

যাতে প্রচার হয়, তার চেষ্টা করবে।

ত্রুটি অনেক হয়। নিজেদের কাজ মনে করেই, ত্রুটিটা স্বীকার করে নিও। যারা দূর থেকে এসেছে, তাদের আলাদা করে বলার কিছু নেই। আমাকে ভালবাসে আমার কাছে এসেছে, বাপের কাছে এসেছে, বাপকে সেবা করতে এসেছে। বাপের প্রেম ভালবাসা ছাড়া দেবার কিছু নেই।

এখানকার দেখায় আমাকে দেখে, কিছু মনে কোর না। এ বাপ এখানকার ভদ্রতা ছেড়ে দিয়ে, সেখানকার কথা বলে। আমি সেই চিরন্তন কথাই ধরে আছি। আমি একটা দেখাই যেন দেখে যেতে পারি।

এখন আজকের জন্য এখানে এই থাক। পরে দিনের পর দিন আসুক, দিন যাক। সব দিক সুস্থ থাক। শরীর সুস্থ থাকলে, একটু পরিষ্কার হলে আমরা বেদপ্রচারে বের হবো। আমরা বেদপ্রচারে বের হয়ে, ভারতবর্ষের সেই আদিসুর যাতে জাগিয়ে তুলতে পারি, তার চেষ্টা করবো।

এখানকার ছেলেরা খাটছে, বিভিন্ন জেলার ছেলেরা খাটছে, বিভিন্ন গ্রামের ছেলেরা খাটছে। ভাগলপুর হতে এসেছে, সবাই প্রাণ দিয়ে খেটে যাচ্ছে। তোমরা খাটবে, এটাই স্বাভাবিক।

এটা তথাকথিত আশ্রম নয়। অন্য সকল ধর্মগুরুর আশ্রমের মত ঠিক নয়। বেদের সুরের প্রচার করাই এখানকার কাজ। আমি সেই গুরু নই, আমি সেই সাধু নই। আমি সম্পূর্ণ বেদ হস্তগত করে চলেছি। আমি বেদ হজম করার চেষ্টা করছি। বেদ হজম হয়েছে কি না, সেটা আমার সুরে আমি বুঝবো। তবে যতটুকুনু হাতে আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, তার চেষ্টা করবো।

বাধা, অন্তরায় কর্মের পথে এগুলো আসবেই। তোমরা

Nurse-এর মত সেবার কাজ করে যাও। যদি এগুলিকে বলে ছোট কাজ, তাই করবে। এগুলি পুলটিশ। বড় ছিদ্রকে পুলটিশ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সুতরাং তারপর রেডক্রশ; তারপর শ্মশানের শববাহী গাড়ীগুলিকে কি যেন বলে, সৎকার? এগুলো তো আছেই। ঐ পর্যন্তই শেষ। এখানকার সুনাম, এখানকার দুর্নাম, এখানেই শেষ। আয় ও নাই, ব্যয়ও নাই। তবে করবে না? করবে। কিন্তু এটাই কাজ নয় শুধু।

তোমাদের কাজ হচ্ছে বৃহৎ কাজ। শত শত টর্চলাইট দিয়ে দেশকে আলোকিত করা যায় না। সেটা করা সম্ভবপর নয়। ঐ আলোতে কাজ হয় না। কোটি কোটি জোনাকি পোকা দিয়ে কাজ হয় না। ঐ যে থালার মত ওঠে প্রতিদিন; চারিদিক আলোকিত হয়ে যায়। বেদ হচ্ছে সূর্য। একটাতেই সব ঠাণ্ডা। একটাতেই সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। **জাতির সেবা, দেশের সেবা, বিরাটের সেবা। সেটাই হচ্ছে কাজ। আজ সন্তানদলের সেটাই কাজ। তোমরা সন্তান হয়েছ, সন্তানদলে আছ, তোমাদের কাজ হচ্ছে, আমি যে বেদপ্রচার করছি, এই যে ক্লাসগুলি করছি, সেটা প্রচার করবে।** বেদ হচ্ছে জ্ঞান, বেদ হচ্ছে বিচার, বেদ হচ্ছে বিবেক, বেদ হচ্ছে সূর্য। এই বেদ গ্রন্থেই শেষ নয়। বেদের কথা চতুর্বেদে নয়। চতুর্বর্ণেই শেষ নয়। অনন্ত বর্ণের কথা আছে বেদে। এই বর্ণের কথা শুনলে বর্ণ আর শেষ হয় না। এতে বর্ণের পর বর্ণ; শুধু জেনেই যাবে। বর্ণবোধটি কিরকম? বর্ণটি দেখা যায় না, ধরা যায় না। তার বর্ণনা করা চলে না। সেই বর্ণে এত বর্ণ আছে, যেগুলো বলে শেষ করা যায় না। কয়েকটি বর্ণের কথা তোমরা জানো। বাকীগুলো তো জান না। বাকীগুলো বলে শেষ করতে পারবে না। শেষ করা যায় না। সুতরাং সেই বিরাট বর্ণবোধ শেষবিহীনের গীতই গাইছে। সেই বর্ণবোধটাই তোমরা পাঠ করছো। সেটারই স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে; স্বরগ্রাম দেওয়া হয়েছে। সেই স্বরগ্রামটি কি? স্বরলিপিটি কি?

"রাম নারায়ণ রাম।"

এই কয়টি শব্দের মাঝে এখানকার সীমার মধ্যে এবং সীমা

ছাড়িয়ে অনন্ত বর্ণের বর্ণবোধ দেওয়া হয়েছে। এখানকার যত দল, সম্প্রদায় এবং নানারকম ঝগড়া বিবাদের ভিতর দিয়ে তোমাদের 'রাম নারায়ণ রামে'র তরী ভাসিয়ে দিতে হবে। **'আর পারি না', তোমাদের একথা বললে চলবে না। বাতাস বইছে, ঝড় উঠছে। আসুক ঝড়, তোমাদের ডিঙ্গি দুলছে। কিন্তু এ ডিঙ্গি কখনও ডুববে না, কোনদিনই ডুববে না। সব ডুবে যেতে পারে, তোমাদের এই ডিঙ্গিটুকুনু কোনদিনই ডুববে না। এর কাজই হলো ভাসিয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলা।** মাঝে মাঝে তোমাদের মন খারাপ হবে, মন বিচলিত হবে। মাঝে মাঝে কাজে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। ম্যাসেঞ্জারগুলো ঘিরে ধরবে, বাধার সৃষ্টি করবে। হতাশে নিরাশে মন ভরে যাবে। এগুলো থাকবে। তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। ঐ রাস্তা দিয়েই 'রাম নারায়ণ রামে'র তরী যাবে। কাজেই তোমরা বৈঠা হাতে নিয়ে তরী ভাসিয়ে দেবে।

প্রত্যেকে সংসারের কর্ত্তব্য করবে; রোজগার করবে। সংসার গুছিয়ে নেবে। তোমাদের সংসারের দৈনন্দিন ঝামেলার মধ্যে যদি আমাকে জড়াতে যাও, তাহলেই মুস্কিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা, অশান্তি, চাকুরী ইত্যাদির মধ্যে যদি সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়, কয়েক হাজার খাতা হয়ে যাবে। এগুলির ব্যবস্থা একেবারে যে করা না হয়, তা নয়। তবে সময় সময় বৃহৎ কাজের জন্য আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। তাতে অনেক সময় হয়তো দুঃখ পাবে, ব্যথা পাবে। মনে হবে, 'বাবা, আমার রোগ ভাল করে দিলেন না'।

কেন করি না? কেন করা হয় না, জান? আমি যে বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে, বিরাট কাজ নিয়ে এখানে এসেছি, যে বেদের Line, মুক্তির Line দিয়ে তোমাদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, সেই Line থেকে যেন সরে না পরি। সরে যাতে না পরি, তারজন্যই মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে অপ্রিয় হই। তারজন্যই মাঝে মাঝে তোমরা দুঃখ পাও, ব্যথা পাও। সেটাও ভাল, তবু তোমাদের নিয়ে যাওয়ার ডিঙ্গিটুকু যেন রাখতে পারি। যত ঝড়ই আসুক, আমি সব মাথা পেতে নেব, আমার উদ্দেশ্য যেন ঠিক থাকে। আমার ডিঙ্গি যেন ঠিক থাকে। তারজন্যই

এদিক ওদিক করে অনেকসময় কাজ করি। যদি দেখি, ভুল বুঝে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ, মনে কিছু করি না। অনেক পরিশ্রম ও দুঃখ নিয়ে আমি কাজ করে যাচ্ছি।

আজ তোমাদের কাছে আর কিছু নয়, **একটি কথাই বলছি, যে মিলনের গ্রন্থিতে, প্রেমের গ্রন্থিতে, অন্তরের গ্রন্থিতে তোমাদের রেখেছি, সেটি যেন চিরন্তন থাকে। আমি রাখবো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তোমরা যদি ভুলবোঝাবুঝিতে ম্যাসেঞ্জারের খপ্পরে পড়ে আমার কাছ থেকে সরে যেতে চাও, আমি সাবধান করবো। প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার পর্যন্ত warning দেব। চতুর্থবার আর warning দিতে যাব না। Warning যাতে দিতে না হয়, সেদিকে নজর রেখো।** তোমাদের মধ্যে আমার মধ্যে যে বাপ বেটাবেটীর সম্পর্ক করেছি, সেটা যেন চিরদিন অটুট থাকে।

আজ কি আশীর্বাদ করবো? আমি তোমাদের ঘরের একজন, তোমরাই আমাকে দেখো। তোমরা যদি আমাকে ঘরে রাখতে পার, আমি তোমাদের ঘরেই থাকবো। আমি তোমাদের বাবা, আবার আমি তোমাদের বাচ্চা। তোমরা এই বাচ্চাটাকে দেখে রেখো। এই ঘরের বাচ্চাটাকে তোমরা দেখো।

আজ এই থাক। আশীর্বাদ করছি।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব তোমরা আমার থেকে জানতে পারছো। কত ভাগ্যবান তোমরা। এর মূল্যটা দিও

৮/১সি, পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
২৩শে জুলাই, ১৯৬৬

আলো এবং অন্ধকার পাশাপাশি থাকে। অন্ধকার আছে বলেই আলোর প্রকাশের মহিমা। যখনই জীবনে কোন সমস্যা আসে, তখনই আমরা বলি, 'অজ্ঞানতায় আছি বা আঁধারে পড়ে আছি।' যতক্ষণ না সমস্যাটার সমাধান খুঁজে পাই, স্থির থাকতে পারি না। এই সংসার জীবনযাত্রার পথে আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি, যাতে সুন্দরভাবে চলতে পারি। একটা গাছ পুঁততে গেলেও আমরা চেষ্টা করি, যাতে সুন্দরভাবে সেটা বড় হয়। সেই চিন্তা থেকেই আমরা আবার সতর্ক হই, যাতে খারাপ কিছু না আসতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মে যেটাকে আমরা খারাপ বলে মনে করি, সেটাও আসে। গাছ পুঁতলাম, তাতে পোকা লাগলো। সেজন্য আবার আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। যারা ফলের গাছ পুঁতেছে, তাদের সতর্ক থাকতে হয়, যাতে পাখিতে ফল না খেয়ে যায়, গাছে পোকা না লাগে বা অন্য কোন উপদ্রব না আসে। আমাদের শরীরে কত রোগের জীবাণু ঢোকে— টি.বি. কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। তারজন্য আমরা কত সতর্ক হয়ে চলি। কত সাবধানতা

অবলম্বন করি; জল ফুটিয়ে খাই। তারপর কত স্বাস্থ্যবিধি পালন করি। ঠিকভাবে না চললে, আমাদের সুস্থ শরীরে কত রোগ এসে বাসা বাঁধে।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মে আমাদের জীবনে নানা বাধা-বিঘ্ন দেবার কি দরকার ছিল, সেটা ভাল করে বুঝে নেবে। শরীর ভাল করলে, তখন আবার দেখা গেল, কেউ মনে ব্যথা দিল। এ তো চলছেই। কেউ শান্তিতে থাকতে পারছে না। এইসব ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে কেউ তো রেহাই পাচ্ছে না। আমাকে পর্যন্ত কত দুর্নাম, অপবাদ সহ্য করতে হচ্ছে। যে মিথ্যা কেস, আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতি যার কার্যকলাপ এতো গণিতে গাঁথা, এতো সচেতনতায় ভরপুর, সে কি শুধু আমাদের শাস্তি দেবার জন্য, ঝঞ্ঝাট পোহাবার জন্য, এগুলি করলো? কেন করলো? সে কথা কি ভেবেছ কোনদিন?

বিশ্বপ্রকৃতি চায়, স্রষ্টা চায়, আমরা যাতে তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে, এক উদ্দেশ্যে যুক্ত হতে পারি। এর জন্যই সৃষ্টি, এরজন্যই আমাদের জন্ম। তাই যা কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছ, সব এখানে তৈরী হবার জন্য। তোমরা যাতে তৈরী হতে পার, তারজন্য প্রকৃতির চেষ্টার অন্ত নেই। এই অন্তরায় (বাধা) গুলো, যেগুলোকে তোমরা অন্তরায় বলছো জীবনের চলার পথে, সেগুলোই কিন্তু প্রকারান্তরে তোমাদের সজাগ করে দিচ্ছে, সতর্ক করে দিচ্ছে। এই যে তোমরা ব্যথা পাও, এই ব্যথাবোধ যদি না থাকতো, কোন হাত, পা ঠিক থাকতো? দরজার কোণায় হাত পড়লে, ব্যথা আছে বলেই, তোমরা সাথে সাথে হাতটা সরিয়ে নিচ্ছ। যদি এই ব্যথাবোধটা না থাকতো, তাহলে তো তোমার হাত দরজাতেই আটকে থাকতো। তুমি কিছুই টের পেতে না। এরকম হলে তো কারুর একটা হাত, পাও ঠিক থাকতো না। যেভাবে এই ব্যথাবোধের জন্য দেহ রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেরকম মনের রক্ষার জন্যও, আত্মার রক্ষার জন্যও এরকম বিষয়বস্তু সাজানো আছে। তোমাকে সজাগ করে, তাঁর সুরে সুরময় করে দেবার জন্যই স্রষ্টার

এই প্রয়াস। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাঁর মনের মতো হচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত স্রষ্টা তোমাকে বারবার এই জন্মমৃত্যুর ছকের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাকে যে-কাজের জন্য পাঠানো হল, তুমি তা ছেড়ে অন্য কাজ নিয়ে ডুবে আছ। এর ফলে যারা খুশী হচ্ছে, তারাও তো তোমারই দলের। তারাও তো তোমারই মতো; যে কাজের জন্য এই পৃথিবীতে আসা, সে-কাজটা ভুলে বসে আছে। স্রষ্টা ঐদিকে নীরবে চোখের জল ফেলছে। যেদিন তাঁকে (স্রষ্টাকে) খুশী করার কথা ভাববে, সেদিন জীবনটাই একেবারে পাল্টিয়ে যাবে। তখন আর অন্য কেউ খুশী হলো কি না, তা ভাবতে পারবে না। এতদিন যে কত ব্যথা তাঁকে (স্রষ্টাকে) দিয়েছ, সেটা উপলব্ধি করে কষ্ট পাবে।

আত্মার জগতে কত কি যে ঘটে চলেছে, তা তোমরা ভাবতেই পারবে না। তোমরা জানো না বলে, এখানকার নাম, যশ, এখানকার ভোট, প্রেসিডেন্ট, M.L.A. এইসব নিয়ে মেতে আছ। **এখান থেকে চলে যাওয়ার পর (মৃত্যুর পর) বুঝতে পারবে। তখন আফশোস হবে, "হায় রে! পৃথিবীতে গিয়ে কি করে এলাম। কত সুযোগ-সুবিধা প্রকৃতি আমাকে দিয়েছিল। কিছুই তো কাজে লাগালাম না। এখন অনুতাপ ছাড়া আর কিছু করার নেই।"** এইভাবে অপরাধ জমতে জমতে স্তূপীকৃত হয়ে গেছে। কেউই আর এখান থেকে উঠতে পারছে না। আবার জন্ম নিয়ে কাজ না করলে, এখান থেকে রেহাই নেই। তখন প্রতিজ্ঞা করে, এবার গিয়ে (জন্ম নিয়ে) একেবারে কঠিন চিত্তে, স্রষ্টার আদেশ নির্দেশ মতো কাজ করবো। কিন্তু এখানে এসে, সব ভুলে যায়। আবার আগের মতো হয়ে যায়।

যদি জিজ্ঞাসা করো, কেন বুঝতে পারে না? কেন সব ভুলে যায়, এখানে এসে? তার কারণ হলো, পুরনো কাজের বোঝাটা এত থাকে যে, সেইদিকেই টানে। কিন্তু প্রকৃতিকে এজন্য দায়ী করতে পারবে না। কারণ বিবেকরূপে সে প্রতিমুহূর্তে সজাগ করে দিচ্ছে, ''ওহে কাজটা ঠিক হচ্ছে না।'' কিন্তু সাময়িক নেশার বশে, সাময়িক যশ-

মান প্রতিষ্ঠার বশে, পথিক পথ হারিয়ে ফেলছে। এখানে (এই পৃথিবীতে) যাদের বুদ্ধিতে চলছো, তারাও যেহেতু একই পথের পথিক, তাই তারাও সেই জাতীয় বুদ্ধিই দিচ্ছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্য তাই সফল হচ্ছে না। তোমাদের চেষ্টাটাই সফলতা পেয়ে যাচ্ছে। স্রষ্টার তাই চোখের জল ফেলা ছাড়া উপায় নেই। কারণ সে ইচ্ছাশক্তিটাকে তোমাদের মধ্যে Will (উইল) করে দিয়েছে। ফলে, সেখানে সে হাত দেবে না। বাবা ছেলেকে টাকা দিয়েছে, ব্যবসা করে বড় হওয়ার জন্য। আর ছেলে আজেবাজে কাজ করে, সেই টাকা উড়িয়ে দিল। তাই জন্ম নিয়েও প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করাটা কঠিন হয়ে পড়ছে।

আর এক শ্রেণীর আত্মা আছে, যাদের জন্মও সহজে হচ্ছে না। তারা (আত্মাগুলি) এমন আটকা পড়েছে যে, জন্ম হওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীরভাগ আত্মার তাও জন্ম নিয়ে কাজ করার একটা সুযোগ থাকে। যদিও সে কাজ তারা কতদূর করছে, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যাদের (যে আত্মাগুলির) জন্ম নেওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের অবস্থাটা আরও সাংঘাতিক।

তাদের (সেই আত্মাগুলির) তাহলে কি হবে? তাদের তখন একটাই সুযোগ দেওয়া হয়। সেটা হলো, যখন জন্মসিদ্ধ পূর্ণশক্তি সম্পন্ন মহান আসবেন, তারা তখন সুযোগ একটা পাবে। সেটা কি? ভাল করে বুঝে নেবে।

জন্মসিদ্ধ মহানরা এখানে আসেন একটাই কারণে। এই যে বহুকাল ধরে, হাজার হাজার আত্মা জন্মমৃত্যুর চক্রে (ছকে) আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, সেগুলিকে দীক্ষামন্ত্র (বীজমন্ত্র) দান করে, বোঁচকা বেঁধে ট্রেনের বগিতে ভরে নিয়ে যেতে (উদ্ধার করতে), তাঁরা আসেন। এখানে কাজ করে (সাধনা করে), উদ্ধার হওয়া যে কি কঠিন, সেটা তোমরা এখন বুঝতে পারছো না। বুঝতে পারছে, যারা এখান থেকে চলে গেছে (যাদের মৃত্যু হয়েছে), তারা। এই যে কিছুদিন আগে ফুলু

চলে গেল। খুব ভাল গেছে। এরকম যারা চলে গেছে, তারা আমাকে এখন ভাল বুঝতে পারছে। তোমরাও একদিন সবাই বুঝতে পারবে।

যাক্ যেটা বলছিলাম, ঐ একেবারে আট্‌কা পড়া আত্মাগুলোকেই 'মেসেঞ্জার' নাম দেওয়া হয়েছে। তারা জন্মসিদ্ধ মহানের কাছাকাছি থাকে, আর সব লক্ষ্য করে। তাদের তো জন্ম হওয়া কঠিন হয়ে গেছে। তাই তারা এখান থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে। বিরাট পুরুষ, জন্মসিদ্ধ মহান মুহূর্ত্তে এরকম পৃথিবীর সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন। নিজের (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কথাই বলছি; অন্যভাবে নিও না। বাপ হয়ে ছেলের কাছে বলছি। তোমাদের পিতৃ-পরিচয় তোমরা জেনে নাও। যাঁরা সাধনায় সিদ্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা মুহূর্ত্তে যতোখুশী নিয়ে যেতে (উদ্ধার করতে) পারেন। কে কি অপরাধ করলো, সেটা তাঁরা দেখতে যান না। শুধু ভক্তদের প্রতি তাঁদের খুশীটা আছে কি না, এটাই দেখবার।

মেসেঞ্জাররা (ঐ আটকাপড়া আত্মাগুলি) কি করে? ভক্তের প্রতি মহানের খুশীর মাঝে মেসেঞ্জার ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে। জন্মসিদ্ধ মহানের ক্ষমতা অসীম। ইঞ্জিনের মতো, তিনি তাঁর ভক্তদের বগিতে ভরে নিয়ে চলেন অসীমের পথে। তাঁর সেই অসীম ক্ষমতা, একমাত্র এই টেনে নেওয়ার জন্যই তিনি ব্যবহার করেন; অন্য কোন কারণে নয়। তাই শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা তিনি সহ্য করে চলেছেন। কারণ নিজের সুখ সুবিধার জন্য এই দৈব ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করবেন না। মা কখনও নিজের স্তন নিজে পান করে না।

ধরো, এক মহান ঠিক করলেন, দশ লক্ষ নিয়ে যাবেন। কথার কথা বলছি, এমন দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে গেলে আর জন্ম-মৃত্যু হবে না। সেটা সিদ্ধি মুক্তির দেশ, পরমানন্দের দেশ। সেখানে সব আছে, শুধু দুঃখ নেই। যা চাইবে, তাই পাবে। শুধু চাইলেও দুঃখ, অশান্তি পাবে না। এমন একটা দেশে নিয়ে যাবেন, কথার কথা বলছি।

ঐ মেসেঞ্জাররা করে কি, মহানের ভক্তদের ঐ নেওয়ার পথে উপদ্রব সৃষ্টি করে, ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে। মহানের উপর কোন প্রভাব তারা ফেলতে পারবে না; কিন্তু ভক্তের উপর পারে। তাদের (মেসেঞ্জারদের) একটা ক্ষমতাই দেওয়া হয়, 'তোমরা এই দশ লক্ষ (মহান যাদের নিয়ে যাবেন, ঠিক করেছেন) হতে যতগুলি ছুটাতে পারবে (যতগুলি ভক্তকে মহানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে), ততোগুলির ফল তোমরা পেয়ে যাবে।' ওরা মহানের প্রতি নানারকম ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। সুপ্তভাবে এমনভাবে মনের উপর প্রভাব ফেলে যে, ভক্ত বুঝতেও পারে না। মহান কিন্তু সব খোলাখুলি বলে দেন। কোনকিছু লুকিয়ে রাখেন না, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। কিন্তু এমনই অবস্থা, সন্দেহ যখন ঢোকে, তখন সব পূর্বকথা ভুলে যায়। এই যে আমার কেস (মামলা) চলছে, যারা কেস করেছে, তারা তো কত কিছু (কত ক্ষমতা, বিভূতি) দেখেছে। কিন্তু এখন আর ঐসবের কোন গুরুত্ব নেই। আমি কিন্তু স্নেহের বশে আগে থেকেই সাবধান করে দিই।

ধরো, একজন অষ্টশক্তিসম্পন্ন মহান চারজন ভক্তকে বেশী ভালবাসেন। তাদের এক একজনের উপর ধরো, ৫০ জন নির্ভর করে আছে। মেসেঞ্জার দেখলো, এক এক করে ৫০ জন নেওয়া অনেক পরিশ্রম। কিন্তু যদি ঐ চারজনের একজনকে নিতে পারি, তাহলে ৫০ আর ১, অর্থাৎ একসাথে ৫১ জনের কাজটা হয়ে যায়। কাজেই কি করে মহানের সাথে ঐ একজনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা যায়, তারজন্য তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। মেসেঞ্জাররা মনের মাঝে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ঢুকানোর পথ ঘাট সব ভালো জানে। ঐ চারজনের একজন হয়তো কোন মেয়ের প্রতি দুর্বল হয়েছে। মহান বুঝতে পেরে সাবধান করেছেন।

ব্যাস্, মহানের সাথে লাগলো খটাখটি। সেই ভক্ত বলছে, ''হ্যাঁ, আমার বেলাতেই তোমার (মহানের) যত নজর। কই, ওর বেলায় তো তুমি কিছু বলো না।''

মহান বুঝতে পারলেন, **মেসেঞ্জার তার খেলা শুরু করেছে। তাকে একটু আদর করে হয়তো বুঝাতে গেলেন। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন, মেসেঞ্জার হাত জোড় করে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। মহানের কি ফ্যাঁসাদ বোঝো। তবুও তার মধ্যে বুঝিয়ে দেন। কারণ মহানের মায়াটা এত বেশী যে, না বলে থাকতে পারেন না।** কিন্তু তবুও ভুল করে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহানকে বুঝতে চেষ্টা করা। হীরার দাম যখনই বুঝতে পারবে, তখনই যে অবস্থাতেই হীরা থাকুক না কেন, হীরাকে তুমি যত্নে রাখবে।

বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব তোমরা আমার থেকে জানতে পারছো। কত ভাগ্যবান তোমরা। এর মূল্যটা দিও। আমি কি করলে, তোমরা এখানে খুশী হবে, আমি সেটা জানি। কিন্তু যেখানে ৭০/৮০ বছরের খেলা, সেখানে সাময়িক বাহবা নিতে আমি আসিনি। তোমরা হয়তো সাময়িক আমাকে ভুল বুঝবে। আবার যাদের উপর নির্ভর করছো, সেরকম কেউ হয়তো বুঝালো, ''কই, ঠাকুর তো এটা করলেন না। যা ভেবেছিলাম, তাতো হলো না।'' কিন্তু হৃদয়ের খাতায় লিখে রেখে দিও। একদিন তোমরাই চোখের জলে বলবে, ''হে ঠাকুর, তখন তো বুঝিনি, তুমি আমাদের জন্য এত কষ্ট সহ্য করে, এই কাজ করে রেখেছ।''

তোমাদের খুশীমতো এখন যদি চলি, তখন তোমরাই আমাকে বলবে, ''আমরা অবুঝ, আমরা ভুল করতে পারি। কিন্তু তুমি আমাদের কথায় চললে কেন?'' এখন বুঝতে পারছো তো, সবদিকেই আমার কত অসুবিধা। তাই তোমরা সব ভাল করে জেনে নিও।

সামান্য জিনিস দিতে আমি আসিনি। নিজের কথাই বলছি, বিশ্বের সেই আদি শক্তি— যখন কিছুই ছিল না, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই তোমাদের ঠাকুর এখানে এসেছেন। সেই বীজই তোমাদের দান করা হয়েছে। সেই মন্ত্রই একদিন তোমাদের ভিতরে জেগে উঠবে।

গুরু বলছেন, হে পথিক, তুমি শুধু এই শব্দে (বীজমন্ত্রের ধ্বনিতে) নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, এগিয়ে যাও। তুমি হাজার চিন্তা যখন করতে পার, তখন সেই চিন্তার স্রোতে এই শব্দকেও মিশিয়ে দাও। অর্থ বুঝতে গেলে চলবে না। বাচ্চা শিশু অর্থ না বুঝেই অ আ ক খ শেখে। তারপর বড় বড় কবি, সাহিত্যিক হয়। তোমরাও সেভাবে এই শব্দ নিয়ে এগিয়ে যাও। দেখবে কত সাহায্য চারিদিক হতে তোমার কাছে এগিয়ে আসছে। অবাক হয়ে যাবে। রাস্তায় আবার অন্য পথিকের সঙ্গে দেখা হবে। সেও আবার তোমাকে প্রাণভরে সাহায্য করবে। **দেশের বাড়ীতে দেখতাম, মৌমাছির ঝাঁক যখন উড়ে যায়, তখন ঘণ্টা বাজাতো। যে যত বেশী জোরে বাজাতে পারে, সেই ঘরে কোটি কোটি মৌমাছি এসে বসে পড়ে; চাক বাঁধে। মৌমাছিরা ঘণ্টার শব্দ শুনে ভাবে, ওদের অনেকগুলো এখানে এসেছে। তাই চাক বাঁধে। ঠিক সেরকম ঘণ্টাধ্বনির মতো, তোমাদের জপের ধ্বনি লক্ষ লক্ষ সুর টেনে আনবে। কিছুদিন পর তাতে একেবারে ডুবে যাবে। ঐ ধ্বনি বেশী করলে দেখবে, একটা আমেজ এসে পড়েছে। একদিন দেখবে, বহু ভাসয়মান শব্দ যেন তোমাকে guide করে নিয়ে যাচ্ছে।**

আমরা জানার জন্য যখন এগিয়ে যাচ্ছি, তখন লক্ষ লক্ষ পথিক আমাদের জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। এক জিহ্বাতেই তুমি অনন্ত স্বাদ পাচ্ছ। এক রেডিওতেই তো বহু Station ধরছে। ঠিক সেরকম তোমার মধ্যে বহু বহু সুর এসে, তোমাকে ঘিরে ধরবে। এখানকার যে প্রেম, তার থেকে কয়েক কোটি গুণ এই প্রেম, তোমাকে হতবাক করে দেবে। সম্মুখে দেখতে পাবে, বিশ্বরহস্যের এক বিরাট অফুরন্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কেন এই সৃষ্টি? কে এই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, সাগর সৃষ্টি করলো? ঐ স্রোত দ্বারা যখন সেখানে পৌঁছাবে, তোমার স্বরূপ বুঝতে পারবে; দর্পণে যেমন দেখা যায়, ঠিক সেরকম। বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। আদি-অন্ত ভগবান সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্পর্কে, অন্তরের দর্পণস্বরূপ সেই

সুরটায় সব সমস্যার সমাধান হবে। সেইটাই একমাত্র করণীয়, একমাত্র কর্তব্য। এখানে একটা পাহাড় দেখে, সাগর দেখে তোমরা তন্ময় হয়ে যাও। আর এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন সুন্দর সাজানো জিনিস, তোমাকে মাতোয়ারা করে দেবে। জগতের চিন্তায়, সৃষ্টির চিন্তায় তোমাকে ডুবিয়ে দেবে। এখানকার যা নিয়ে এখন ডুবে আছ, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, এখানকার মান-যশ, তখন সবকিছু আলুনি লাগবে। তাই এর ভিতরে ডুবে যাও; ধ্বনি তারই সাহায্যকারী। আকাশের তারা, গ্রহ, উপগ্রহ সবাই তোমার এই সফলতার কামনায় সদা সর্বদা ব্যাকুল— তখন বুঝতে পারবে।

এই কথা শুনতে ভাগ্য লাগে। আজ তোমরা জানতে পারলে। তাই তোমরা একটু বসে পড়ো। একটু কাজ করো। আমাকে একটু কাজে লাগাও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার আদেশমতো চললে ম্যাসেঞ্জার কিছু করতে পারবে না। ম্যাসেঞ্জারের কাজ বাধা সৃষ্টি করা

১৫৫ পার্কষ্ট্রীট, কোলকাতা
২৮শে নভেম্বর, ১৯৭১

শরীর যখন আছে, দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যাধি এসব থাকবেই। এগুলো প্রকৃতির প্রহরী। ব্যাধি মৃত্যুর পথে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। জীবনে এত ব্যাধি সারাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে যে, অগণিত। সাধারণতঃ দৈবের দ্বারা যে ব্যাধি সারানো হয়, সেই ব্যাধি জমিয়ে বসে। এত ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছি, গণনা করা যায় না। বালিকণা জমতে জমতে যেমন চর পড়ে যায়, ব্যাধিগুলো আস্তে আস্তে বিরাটভাবে আক্রমণ করে। এখন আক্রান্ত হচ্ছি, চেষ্টা করছি স্তব্ধ করতে। দেড় মাসের উপর হয়ে গেল, শরীরটা অসুস্থ। জন্মোৎসবের আগে থেকেই চলছে। কেমন ঝিম আসে, ধূপধাপ পড়ে যাই। এটা ঘুম নয়, টান। টেনে নিচ্ছে; মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন করে দিচ্ছে। জীবনে বাইরে কিছু প্রকাশ করিনি, যাতে কেউ বুঝতে পারে। কথা বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমশঃ বিরাটভাবে টেনে নিচ্ছে। জাগ্রত অবস্থায় ঘুমের ভাব, একে বলা হয়, খণ্ড সমাধি। আমার সন্তানদের সবার পরিবারের একজন আমি। এইভাবে তোমাদের সাথে মিশে আছি আমি। আমাকে কিছুতেই কাজ করতে দিচ্ছে না। ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে। কত দুঃখ ব্যথা অপমান সহ্য করে, সবাইকে আপন মনে করে, সন্তানদের নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। সকলের সাথে অত্যন্ত সাধারণভাবে মিশে আছি। সুন্দর জিনিসটার সাথে সকলের মিলন হয় বা সকলে সুন্দরভাবে থাকে, তার চেষ্টা করছি।

নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য, নিজের আনন্দ বা সুখের জন্য ব্যবস্থা যদি করতে চাই, এক মুহূর্ত্তেই করতে পারি। কিন্তু আত্মসুখের জন্য কিছু করা সমীচীন বলে মনে হয় না। যারা করছেন, বাস্তবকে বড় করে দেখেই করছেন। অতবড় দৈব শক্তিকে যদি এতটুকু আনন্দের জন্য নিঃশেষ করে দেওয়া হয়, তারচেয়ে বড় দুঃখের আর কিছু নেই। **আধ্যাত্মিক জগতের যারা বিচারক, তারা দেখবেন, এভাবে অনেকে বহু লক্ষ লক্ষ বছরের সাধনার ফল জলাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। লোভকে সংবরণ করতে হয়। সুস্বাদু খাদ্য তুমি যদি সবটুকু খেয়ে নাও আত্মসুখের জন্য, বাচ্চারা না খেয়ে মরবে। ঘাত, প্রতিঘাত, নিন্দা অপবাদ কাঁধে নিয়ে চলছি।**

সমূহ সুখের জন্য অনেক কিছু করতে ইচ্ছা হবে। আমি অনেকের জন্য অনেক করেছি। অনেক কৌশল করেছি, অনেক ঘুরিয়েছি। আমার প্রচেষ্টার, ভাল করার চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার শুদ্ধভাব, পবিত্রভাব থেকে কামনা করি, সবাই যেন শান্তিতে থাকতে পারে। ক্ষমতা যে ব্যবহার করতে হবে, তা কখনো ভাবিনি। আত্মপ্রশংসা করছি না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করেছি। এখন আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, যাতে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ক্রমশঃই ঝিমিয়ে পড়ছি। যতবার চেষ্টা করছি, ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে। আগে বললে, মুহূর্ত্তে ব্যাধিগুলো চলে যেত। এগারো, বারো বছর বয়সের কথা বলছি, কি ভাবে যেত জানতাম না। চিন্তা করতাম, 'যাও যাও', বললে চলে যায় ব্যাধিগুলো। কি করে হলো ভাবতাম। বাবার কাছে বলতাম, 'আমি বললেই রোগগুলো চলে যায় কেন?'

বাবা বলতেন, 'তোর কথা শোনে। আর কারুর কথা শোনে না'।

এখন চিন্তা করি, 'যাও' বললে যায় যে ব্যাধিগুলো, আমার কিছু ক্ষতি হয় নাকি? 'আমি' বলতে তো আমি একা নই, আরও কত শত সন্তান আছে আমার সাথে।

কাউকে যদি বলি, 'গড়ের মাঠটা ৫ মাসের জন্য লেখাপড়া করে দিলাম।' ৫ লাখ টাকা যদি থাকে, সেখানে কি দালান করবে? ৫ মাস পরে যা চলে যাবে, তার জন্য ৫ লাখ টাকা খরচ করবে? এমন বেকুব কেউ আছে? ঠিক তেমনি, ৭০-৮০ বছরের জন্য ৫০ কোটি টাকা খরচ করে প্রাসাদ গড়বো কেন?

কোনদিনই খুব বেশী যোগ সাধনা, প্রাণায়াম ইত্যাদি করিনি। বড় হয়ে এখানে আলাদাভাবে করার সুযোগ হয়নি, সময়ও পাইনি। এমনি দিবারাত্র যোগ চলেছে শ্বাসে প্রশ্বাসে। কারও সাহায্য নিয়ে আমায় কিছু করতে হয়নি। অনন্ত যুগের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবেই যোগ হয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করতে হয়নি। ছোটবেলায় একবার জপ করেছিলাম গায়ত্রী মূর্ত্তির জন্য। কে যেন একটা ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিল। গায়ত্রীর মূর্ত্তির ফটো। কোন দেবদেবতার মূর্ত্তি বা ফটো রাখতাম না। সত্যি হলেও একটু ঘুরিয়ে হালকা করে বলছি, ফটোর মধ্যে নড়াচড়া সেইসময়ে অনেকে দেখেছে। তারপর দেখে, ঘরময় আলো, সুগন্ধ। রাত্রি দুটোর সময় দেখে, এইমাত্র যেন সূর্য উঠেছে। শুধু ঘরেই নয়, ঘরের বাইরে মাঠেও অনেকে উপলব্ধি করেছে। আমি কি দেখেছি, বলবো না। সেই গায়ত্রীকে বাবা পূজা করতে লাগলেন তারপর।

নিজে চেষ্টা করে আমাকে কিছু করতে হয়নি। ৪/৫ বছর বয়স হতে প্রকৃতির একটা সুরই আমি পেয়েছি। এই পথে বিশ্বের সুর সবাই যাতে উপলব্ধি করতে পারে, তারই চেষ্টা করছি। সেই সুর সকলের ভিতরে যাতে জাগে, এই যুগের মহানাম রাম নারায়ণ রাম সুরধ্বনি সকলের ভিতরে যাতে ঝঙ্কারিত হয়, তারই চেষ্টা করে চলেছি।

Messenger কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। আমার আদেশ তারা অমান্য করে না। কিন্তু আদেশ তারা দিতে পারে না। কারণ তাতে আইন করা হয়। আইন করার ক্ষমতা তাদের নেই। Messenger-দের কাজ আমি বুঝতে পারি। আমার সন্তানদের সাবধান করে দিতে পারি।

তারা (Messenger) সবসময় বিপরীত বুঝাবার চেষ্টা করবে। সন্তানরা যদি আমার কথামত কাজ করে যায়, আদেশমতো চলে, তবে এরা (Messenger) কিছু করতে পারে না। ক্ষণিকের যাত্রী আমরা, Handle ধরেও যদি যাওয়া যায়, তারই চেষ্টা করতে হবে। সাথে থাকবে মহানাম রাম নারায়ণ রাম।

রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা, আঘাত আসবেই। জীবনে এদেরও মূল্য আছে। এরা পথহারাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করে, সাহায্য করে। পাণ্ডার মত কাজ করে। বিরাটের পথের পাণ্ডা ওরা। তাদের বলো, 'তোমরা আস, থাক।' তারা দেবতার দাস, খুব ভক্ত। দেবতার কাছে ভক্তকে চিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, দেবতার মন্দিরে পৌঁছে দেবার জন্য। এরা কারও প্রশংসায় নাচে না, কারও নিন্দায় টলে না। তোমরা আমার আদেশমতো কাজ করো। ওদের সাথে লড়াই করো। ঔষধ খাও, বিধি-ব্যবস্থা নাও। প্রেম-প্রীতি বজায় রেখে যুদ্ধ করো। ওদের অবজ্ঞা করবে না। ভালবাস, এইজন্য যে ওরা দেবতার দাস। ওদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে, ওদের শুনিয়ে দাও মহাকাশের মহানাম, রাম নারায়ণ রাম। নামে আরও তন্ময় করে, মিশে যাওয়ার সাহায্য করে।

শিশুবয়স থেকে যে অনুভূতির ভিতর দিয়ে আসছি, যেটুকু অনুভূতি নিয়ে আমি এগিয়ে আসছি, তারই মাঝে তোমাদের ডুবিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছি। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা। বিরাট ঝড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। **ন্যায়ের দণ্ড আমার হাতে। আমাকে ডুবাতে পারবে না। মুখের কথার মধ্য দিয়ে, নানা কটূক্তির** মধ্য দিয়ে ডুবানোর চেয়েও বেশী শুনতে হবে। কিছুটা অপবাদ সৃষ্টি করতে হবে, ফুলের কাঁটার মতো। তোমরা অখুশী হয়ো না। কাঁটা বনে সুন্দর সুমিষ্ট ফল ফুল হয়। তোমরা কণ্টক বনে বাস করছো। আমিও সেখানে বাস করছি। আমাদের গায়ের চামড়া আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যাবে।

আজ যে কিছু বলতে পারবো, আমি আশা করিনি। প্রকৃতির

যে সুর, যে শক্তি, যে সম্পদ প্রত্যেকের ভিতরে আছে, যে stock টা আছে, সেটা রাখতে যাতে পার তোমরা, তার চেষ্টা করো।

আমার সুর, বেদের সুর, আমার বাণী বেদের বাণী। আমার তত্ত্ব, বেদের তত্ত্ব। আধ্যাত্মিকেরা কি করেন, কিভাবে চলেন, খুলে বলেন না। যতটুকু বলা সম্ভব, বলা যায়। আমি নিজেই বেদগত। আমি নিজেই বেদের সাথে মিশে, তোমাদের সাথে কথা বলি। চলতি ট্রেনের মধ্যে থেকে যেমন হাত বাড়িয়ে থাকে, আমিও সেরকম চলার পথে ট্রেনের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে, কথা বলছি। তোমাদেরও সেইভাবে কাজ করাতে চেষ্টা করছি।

নামে যাতে সবাই আরও তন্ময় হয়, তারজন্য আরও সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। যোগাযোগের প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবে। কেউ আমাদের ডুবাতে পারবে না।

আমি ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি। আমার কাছে আসে অনেক, আসবে অনেক। আমি যেন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আর খুলে না বলাই ভালো। কিছুটা অপবাদ অপপ্রচার সৃষ্টি করতেও হয়, অবস্থার জন্য করতে হয়। ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে চলো পথিক, অনন্ত যাত্রার পথে। আর মুখে বলো সবাই, সেই মহানাম রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার তত্ত্ব, আমার মত পথ সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করবে। এই নীতি শুধু এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমস্ত জগৎ নেবে।

৮/১সি, পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা।
২১শে ফেব্রুয়ারী,১৯৬৫

বহু বছরের সাধনা, বহু বছরের যোগাযোগ। বহু আগে যা বলেছি, আজ সামনে এসেছে সেই পর্যায়গুলি। বহুবছর আগে যা বলেছি, আজ সেইসব ফলছে। ম্যাসেঞ্জার ফোর্স (বিরুদ্ধ শক্তি) বিরুদ্ধে লেগেছে। তোমরা এমন বাবা পেয়েছ, যে কেবল তোমাদের দুঃখ দিতে শিখেছে। তোমাদের হাসিমুখ করতে পারলাম না। আমার ঘরের লোক ২১ বছর যারা ছিল, তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। আমি ওদের খাইয়েছি, পরিয়েছি। আমার বুকের উপর রেখেছি। তারাই আমায় জেলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করলো। যারা জানে না, তাদের কাছে এই বিভ্রান্তি থাকবেই। সেই ধাক্কার জের তোমাদের পোহাতে হবে। আমি তাদের (শৈলবালা ও তার ছেলেদের) উপর নির্ভর করে চলতাম। আজও যারা আছে, তাদের উপর ঠিক সেইরকম নির্ভর করে আছি। ভালবেসে নির্ভর করে চলার এই ফল। **সেই ম্যাসেঞ্জার শক্তি। সুপ্ত একটা (বিরুদ্ধ) শক্তি আছে, বাপে পুতে (পুত্রে) ঝগড়া বাধাইয়া দিচ্ছে!** এই কেস অন্য আর একজনের হলে সে জিতে আসতো। উপরে (হাইকোর্টে) যাচ্ছে। জানি না, কি হবে। আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

লঙ্কার রাজা রাবণ রামের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেল, মহীরাবণ

লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে গেল। পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। লক্ষ্মণের নাক, মুখ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে আর 'হনুমান, বাঁচাও বাঁচাও', করছে। পিঁপড়ের সারি দেখে হনুমান গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলো। **যাঁরা বড়ো (মহান) হয়ে আসেন, বিরাট কাজ নিয়ে আসেন, তাঁদের বহু মান অপমান সহ্য করতে হয়, জেল হাজতে যাওয়া এসব হয়।** আমাদের জেতা কেস, দেখ কিরকম হলো। ব্যাপার হলো, আমার ঘরের লোক, যাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি, তারাই কেমন মিথ্যা মামলা সাজালো। বৃদ্ধা মহিলা (শৈলবালা) কেন এমন করলো? আমার সামনে কি করে বললো, আমি টাকা মেরেছি? ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নাই। পরে বিচারের রায়ে দেখা গেল, আমার শাস্তি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঠুকে দিয়েছে, এক বছর ছয় মাস।

তেলের দাম আর ঘিয়ের দাম এক হলে, সেই দেশে থাকতে নাই। আমি যেখানে ছিলাম কুমিল্লায় (অধুনা বাংলাদেশে) ঘি আর তেলের দামে হলো এক পয়সার ব্যবধান। তখন বললাম, এখানে আর থাকার দরকার নেই। তারপরই একশো টাকা চালের মন হয়ে গেল। বাজার দিল শেষ করে। এই যে রাজত্ব চলেছে, এখন খুব ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলেছে। এই কাঠগড়া কার জন্য? আমার জন্য, না ওদের জন্য, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। **যদি ব্রিটিশ জাস্টিস্ (বিচারক) হয়, হাইকোর্টে যদি সত্যিকারের বিচার হয়, আমরা জিতে আসবো। আর মন্ত্রী যদি বলে, একে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) সাজা না দিলে আমার ইজ্জৎ যাবে, এই করতে হবে। তাহলে কি হবে,বলা যায় না। সরকার হচ্ছে এখন মতলবের রাজত্ব। এখনও নমস্য ব্রিটিশ। ওরা সত্যি আইনের মর্যাদা দেয় এখনও।** আর এখন যা হচ্ছে, বলার নয়। অন্যায় যদি করি, তবে আমার শাস্তি হওয়া উচিত। আমি তো ওদের শুধু উপকারই করলাম। ১৯৬২ সনে ৮০,০০০ টাকার জমি ওদের (শৈলবালা ও তার ছেলেদের) নামে লিখে দিলাম। প্রেস পেল, বাড়ী পেল। তিন বোনের বিয়ে দিলাম। জগদীশের বিয়ে দিলাম। বহুলোকের বহু ব্যবস্থা করেছি। ওদের জন্যও করলাম। কোথা থেকে সুভাষ বোসের

সঙ্গে যোগাযোগের পর ওরা নাকি বড় মিনিষ্টার হবে ও বিশ্বকল্যাণের বড় Post নেবে। বীরেন মুখার্জীর সঙ্গে ওদের (শৈলবালার ছেলেদের) ঝগড়া। বীরেন মুখার্জী কোথায় গেল, খুঁজেও পেলাম না। কাজেই ভালভাবে আমাকে ফাঁসিয়েছে। টাকা নিয়েছে, জমি নিয়েছে। তারপর এই মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়েছে। কোর্টে গেলে দেখতে পারতে, কি অবস্থা সেখানে। ১৬ তারিখে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি রায় এইরকম হবে। ৩০/৩৫ জন পুলিশ দিয়েছিল। কোর্টে সেদিন গণ্ডগোলের হাত থেকে রক্ষা করেছে। একটা কথা বুঝলাম। আমার যথেষ্ট দাম আছে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার কেস ছাপিয়েছে। কারও কেসের কথা প্রথম পৃষ্ঠায় বের হয় না। দেবেশ ভট্টাচার্য, তার ৪০লক্ষ টাকার কেস, তার কেসের খবর তো পত্রিকার ফ্রন্টপেজে ওঠেনি। **বহুদিন আগে বলেছি, ম্যাসেঞ্জারের কথা। খুব ভালভাবে কাজ করছে। আর হাইকোর্ট যদি মন্ত্রী মশাইয়ের কথা শোনে, তবে তো আর কথা নাই।**

যত ঝড়ই আসুক, তবুও যেন সত্যের আসন থেকে বিচ্যুত না হই। শুধু সত্য আর ধর্মকে নিয়ে আছি বলেই, সেই চিন্তা গভীরভাবে মনে পোষণ করি বলেই, সেই মত, পথ নিয়ে আছি বলেই এত ছিদ্যৎ পোহাতে হচ্ছে। সত্যের পথই যেন রাখতে পারি। কোন কান্নায় আমি যেন বিচলিত না হই। মা, ভাই, সন্তানেরা আসছে, কাঁদছে। সকলের কান্না আর চোখের জল আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি এক একবার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছি। আমার উপর দিয়ে রোলার চলে যাচ্ছে। যে গুরুভার নিয়েছি তোমাদের, তা যেন সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারি। শুধু তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। তোমরা আমার জন্য কতদিক দিয়ে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করছো। তারজন্যই দুঃখ আমার। এটুকু বুঝা হয়ে গেছে যে, একটু রোখা চোখা হয়ে সত্যিকারের কাজ যাঁরা করেছেন, অবহমানকাল থেকে তাঁদেরই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। যাঁরা আগেও এসেছেন, তাঁদের কাউকে গুলি করে মেরেছে, কাউকে আগুনে ফেলে মেরেছে, কাউকে পাথর চাপা দিয়ে মেরেছে, কাউকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, কাউকে

পেরেক বিদ্ধ করে মেরেছে, কাউকে মেরে পালিয়ে গেছে। চারিদিকে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে। সেইরকম সূচনা হয়ে আসছে। মার খাওয়ার তো আর বাকী নাই। বিরাট বিরাট গুরু যাঁরা এসেছেন, আশেপাশে কত নির্যাতন তাদের ভোগ করতে হয়েছে। তোমার গুরুকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) যে যাই বলুক, ঘরে ঘরে তোমাদের গুরুর নাম চলেছে। তোমাদের গুরু ভগবান হয়েছেন। আবার কারও কারও কাছে চোর, দানবও হয়েছেন। আজ ঘরে ঘরে রাস্তাঘাটে তোমাদের গুরুর নাম তো হচ্ছে। যে যাই বলুক, তার কোন শেষ নাই। শহরের যত নোংরা গঙ্গায় যায়। সেইগুলিকে সরিয়ে পুণ্যার্থী মানুষ স্নান করে। কারণ গঙ্গা চিরপবিত্র চিরশুদ্ধ। যত ময়লা, যত নর্দমার জল গঙ্গায় এসে পড়ছে। স্রোতে সব বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। **গুরু তাঁর শক্তিবলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের পাপ পঙ্কিলতা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য মহাপুরুষরা বহু রোগ শোক লাঘব করে দিয়েছেন। বেশীরভাগ লাঘব হয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়। যে কোন ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে, সত্যের নামে থেকে, যদি বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে চলে, তাঁর জীবনে এইসব দুর্নাম চলতে থাকে এবং ভক্তদেরও সব পাপ দূর হয়ে যায়।** রাম ভক্ত হনুমান রামকে ছাড়া জানে না। হনুমান ভাবছে, আমার বাবা না জানি কত কষ্ট করছে। আমার বাপকে (রামচন্দ্রকে) যদি ধরে নিয়ে যায়, তাই হনুমান কাঁদছে। রাম 'হনুমান, হনুমান, তুই কোথায় আছিস' করছে। এতবড় জেল; সশ্রম কারাদণ্ড। অজস্র অজস্র পাপ সেই অনলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অজস্র অজস্র পাপ নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য তোমাদের পিতা রাস্তায় পড়ে আছেন।

গভর্ণমেন্ট বলছে, 'তুমি গভর্ণমেন্টের দিকে এস। হাত মিলাও'। তা আমি করবো না। কারণ যেখানে অন্যায় চলছে, সেখানে আমি যাব না। আমি যদি তাদের সঙ্গে হাত মিলাই, তাহলেই হয়ে যায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি হাত মিলাব না। তারা কসাইয়ের চেয়েও অধর্মের কাজ করছে। এতবড় অন্যায় করছে তারা, তাদের সঙ্গে আমি হাত মিলাব না। কারণ তা করলে আমি তোমাদের পাপের বোঝা

বাড়াবো। শয়তানি করলে তোমাদের মুখ বড়ো করতে পারতাম। আমি যেন গঙ্গাজল বা গঙ্গার মত চিরশুদ্ধ চির পবিত্র থাকতে পারি। শিশুবয়স হতে আমি সেইভাবে চলেছি। থুথু ছিটাবার কথা বলেছিলাম। আজ সেই থুথু ছিটাবার মত শেষ অবস্থা হয়ে এসেছে। **তোমরা প্রত্যেক ভাইবোনেদের বলে দিও, আমি এক জীবনেই তোমাদের মুক্তির পথ করে দেব।** যদি রক্ষা পেয়ে যাই, তোমাদের সামনে দাঁড়াবো। আমার ক্ষমতা নিজের জন্য ব্যবহার করবো না। এটা প্রকৃতির নিয়ম নয়। আমি টাকা পয়সা চাই না। **আমি তোমাদের অন্তর চাই। জানি তো বেশীদিন থাকবো না। তোমাদের যে ভার গ্রহণ করেছি, সেই আলোর দিকে, আলোর পথে পৌঁছিয়ে দেওয়াই আমার কাজ।** তোমরা একটু গুছিয়ে নিও। তোমাদের বাবা (শ্রীশ্রীঠাকুর) চা খায় না। ঘি, দুধ কিছুই খায় না। তার মধ্যে দেখ, কেমন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দিল।

এরমধ্যে একজন নিজের রক্তদিয়ে লিখে রেখে গেছে, 'তোমার বাবার প্রেস্টিজ (সম্মান) না থাকতে পারে, আমার বাবার প্রেস্টিজ আছে। আমার বাবার নামে যে অপবাদ দিয়েছে, তারজন্য আমি কাউকে ছাড়বো না।'

রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেছে। কে লিখেছে জানিনা। সরকার তো 'বেনিফিট অব্ ডাউটে'ও ছেড়ে দিতে পারতো। সরকার আমাকে সাজা দিয়ে দিল। আমার এত লোক, কে কোন্ দিক দিয়ে কি করবে, কিছুই ঠিক নাই। এতগুলো লোকের ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিল। তাদের ক্ষেপিয়ে তুললো। ভুল করেছে মন্ত্রীমশাই। নিজেদের কাঠগড়া তারা নিজেরা তৈরী করলো। আমি বারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আজ যেটার সম্মুখীন হয়েছি, তা কল্যাণের জন্যই। এটা খুশীর কথা। যেই গুরুর যে নিয়ম। আজ দণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছি বলেই, যে দণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছি, তারজন্যই বর্ত্তমানে এই অবস্থা। সেই দণ্ডের (ন্যায়দণ্ডের) উপর, নীতির উপর আছি। তারজন্যই এসব।

তোমরা জপটা ঠিক করবে। আর যদি সুযোগ-সুবিধা হয়, যে অর্থ নেশায় যায়, ধোঁয়ায় যায়, তা বাঁচিয়ে যদি কিছু করতে পার, করবে। আমি যে কাজ করে যাচ্ছি, তা হতে সরে যাব না। আমি এখানে থাকি, রাস্তায় থাকি আর জেলেই থাকি, আমার কাজ চালিয়ে যাব। কারণ **আমার তত্ত্ব, আমার মত পথ শুধু ভারতই নয়, সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করবে, বিরাট বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। এই নীতি সর্বত্রই চলবে। এই নীতি শুধু এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমস্ত জগৎ নেবে।**

আজ এখন যে নীতি চলছে, সেটা নীতি নয়, দুর্নীতি। আগেও যা বলেছিলাম, বেশীরভাগ অন্যান্য গুরুরা তাদের শিষ্যদের বলতে আরম্ভ করেছে, 'বালক ব্রহ্মচারীকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায়।' কাজের মধ্যে মনোবল, জনবল সবই প্রয়োগ করবো। আমি মারপিটের কথা বলবো না। তবে যদি দেখি, না খেয়ে মরছে, তখন বলবো, 'হ্যাঁ যাও''। এমনি একটা বিবাদের সৃষ্টি করছে। বিরাট একটা রক্তের 'ই' (ঢেউ) দেখতে পাচ্ছি। একটা মারামারি, কাটাকাটির দিক দিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। একরকম পোকা আছে, নিজের বাসার বাইরে যাওয়ার রাস্তাটাও বন্ধ করে পুড়ে মরে। এই গভর্ণমেন্ট করেছে কি, এরকম একটা বাসা তৈরী করছে। আমার কিছুই না। তোমাদের গভর্ণমেন্ট, তোমার জেল। তোমরা যে বাসা তৈরী করছো, তাতে তোমরাই পুড়ে মরবে। তোমরা (সন্তানরা) বেশী কথা বলবে না। যখন যে অবস্থা আসবে, তার সঙ্গে লড়াই করো। সেই আদি যুগে, শ্রীরামচন্দ্রের যুগে ফিরে যাও। বেদের যুগে ফিরে যাও। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বেদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। **প্রভু হনুমানকে যে লেজ দিয়েছেন, এক লেজেই হনুমান লঙ্কা শেষ করে এল। শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে হনুমান সাগর পার হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কৌশলও থাকবে, বুদ্ধিও থাকবে, ন্যায় ও থাকবে।** নিজেদের মধ্যে আঁটঘাট বেঁধে, নিজেরা আলোচনা করে গড়বার চেষ্টা করবে। এখন আমাদের নির্যাতন সহ্য করার সময়। চুপ করে থাকবে। তোমাদের সহ্য করতে হবে। যখন

কাজের জন্য ডাক আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমরা ইঙ্গিতের জন্য তৈরী থাকবে। **আমরা আনবো সেই বিপ্লব, যে বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, জাতির কল্যাণ করতে পারি।** এই **আসা যাওয়ার পথে যে মৃত্যু চলছে, তার কোন দাম নাই। আর বৃহৎ কাজের জন্য মহৎ উদ্দেশ্যে যে মৃত্যু, তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। সেই কাজের জন্য আমি নির্ভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করলাম।** আমরা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবো, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করবো। দেশে শান্তি আসবে। আমি এক জাতি, একনীতি করবো। আমাদের অস্ত্র পরম শান্তির অস্ত্র, জ্ঞান অস্ত্র। সবসময় খেয়াল রাখবে, ঠাকুর কি বলেন। ঠাকুর কখনও বলবেন না, 'মার'। আমি যদি বলি 'মার', তুমি মারলে। তারপর সেও আর একখান দিল। মারামারি বেধে গেল। আমি তা বলবো না।

যেই বেদ ভগবান বা বিরাট সৃষ্টি করেছেন, আমি সেই বেদই প্রতিষ্ঠা করবো। সেই বিরাট লোকে গেলে আর কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। সেখানে গেলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, তোমরা কোন্ জায়গায় এসেছ। সেই জায়গায় তোমাদের নিয়ে যাওয়ার চিন্তাতেই আমি আজ এই অবস্থায় এসেছি। আমি যখন নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের ভাবনা নেই। আমি তোমাদের টেনে নেবই। তোমরা সূর্যমুখী ফুলের মতো, দিক ঠিক রেখো। আমার মায়া খুব। একজন শিষ্য চলে গেলে, ষ্টেশনে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করি। বাচ্চা হতে গুরু হওয়ার জন্যই বোধহয়, সমানে চোখের জল আসছে। পুরো মায়া রয়েছে। কেসে হেরে গেছি। সকলের দুঃখ আমার অন্তরে এসে বাড়ি (ধাক্কা) খাচ্ছে। পোলাপানের মত কাঁদছি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি। মনটা শিশুর মত রয়ে গেছে। আমি আমার ভাবনা ভাবি না। আমি যেন তোমাদের ভাবনা ভাবতে পারি। তোমরা আমার জন্য ভাববে। মা, মাসী আসছে, কাঁদছে; কষ্ট পাচ্ছি। **ফোঁড়া যখন হয়, পিক (পুঁজ) বার করতে হয়। অপারেশন করে ফোঁড়া কাটলে, পিক বার হবেই। বিরাট পরীক্ষার মধ্যে পড়েছ তোমরা। বিরাট অপারেশন**

করছি। খুন করা নয়। ক্লেদ, পিক বার করছি।

বাপই নিয়ে গেছে অপারেশন করার জন্য, বাপ ডাক্তার। কিন্তু ছেলেকে কাটতে গিয়ে, কাঁদতে শুরু করেছে। আমিই কাটতে আছি, আমিই কাঁদছি। উপায় নাই, বৃহত্তর বস্তুর জন্য অপারেশন করছি। বিরাট পিক বের হচ্ছে। তোমরা সহযোগিতা করো। আমাকে একটু সাহায্য করো। এই হাউ মাউ সারাদিন কান্না, কত আর সহ্য করবো? আমি তো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি। বিরাট পরীক্ষায় পড়েছ তোমরা। একটু শান্তিমত থাকতে দিও। ঝড় যত বেশী হয়, জাহাজ তত জোর চালাতে হয়। ভাই কাঁদছে, মা কাঁদছে, শিষ্য কাঁদছে, সন্তানরা কাঁদছে। আমিও কাঁদছি। কেঁদেই যেন শিষ্যদের, সন্তানদের রাখতে পারি। আগে আগে মুনি ঋষিরা ধ্যানের মাধ্যমে, শক্তি ছেড়ে দিতেন। যেমন অষ্টাবক্র মুনি যাচ্ছিলেন। একজন খোঁড়াকে দেখে ভাবলেন যে, তাঁকে দেখে বিদ্রূপ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন একখানা। কিন্তু 'ও' সত্যিই খোঁড়া ছিল। তাই সুন্দর হয়ে দাঁড়ালো; সেটাই সুন্দর। তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য ঐরকম (শক্তি প্রয়োগ) যেন না করি। **পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ একটা ব্রাহ্মণদের, আর একটা শূদ্রের লাইন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ করছেন কি, ব্রাহ্মণদের পা ধুয়ে দিচ্ছেন। এই দেখে নারদ শূদ্রের লাইনে গেছেন। দেবর্ষি কাছে এসে কানে কানে বলেন, 'প্রভু কয়টারে শেষ করলে?'**

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'যাও দেবর্ষি।' তোমাদের যেন ওভাবে শেষ না করি। যাইহোক, আমি যেন ওভাবে কিছু না করি। কোনমতে যদি হাইকোর্ট হতে জিতে আসতে পারি, তোমরা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে। আর তা নাহলে কাঁদতে হবে? এই থেকে হার্টের অসুখ হয়ে গেছে।

নেতাজীর নাম করতেই আমার এই অবস্থা। আর সে এলে তারজন্য কি ব্যবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ? এই বাঁশদ্রোণীর জমি, জঙ্গলের মধ্যে বারো বছর আগে, হাজার টাকাও দাম হবে না।

এইরকম একটা পিটিশনে বিচার না করে আমাকে ফাঁসালো। এরকম কত লক্ষ পিটিশন প্রফুল্ল সেনের কাছে পড়ে আছে। তা কে আর দেখতে গেছে?

নেতাজী কুমীর তো। এক ডুবে সামনে এসে পড়েছে। কাজেই সবাই এরকম করছে। ওরা তো গন্ধ পেয়ে গেছে। না হলে তাদের কোন ঠেকা ছিল না, এই বারকাঠা জমির জন্য এতসব কিছু করার। **আমার কাছে নেতাজীর সই করা কাগজ পেয়েছে। কালি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ১৯৬২/৬৩ সনের। কাজেই আমাকে ছাড়বে না।** গভর্ণমেন্ট মহলে নেতাজীর ফটো কোথাও পাবে না। এর ফটো, তার ফটো, অনেকের ফটো পাবে। তাকে (নেতাজীকে) আনতে দেবে কে? তাকে আনবার জন্যই তো ফ্যাসাদে পড়লাম। **১৯৫০ সালে আমাকে ফাঁসালো এই নেতাজীর কারণে। ১২ বছর পরে আবার ফাঁসালো ঐ একই কারণে। তবে সেবার (১৯৫০ সালে) এত গন্ধ পায় নাই। এটা সবচেয়ে ভাল কারণ। নেতাজীর গন্ধ যতদিন আছে, ততদিন আমার পিছন ছাড়বে না।** নেতাজীর নাম বললে সামনাসামনি কিছু বলবে না, শুধু দেখে রাখবে। গভর্ণমেন্ট মহলে কি স্ফূর্ত্তি, হৈহল্লা চলছে। রসগোল্লা বিলি হচ্ছে। মিষ্টির দোকান খালি হয়ে গেছে সেখানকার। আর তোমরা কাঁদতে আছ। তোমরা তোমাদের আশেপাশে অনেক কথা শুনবে, 'দেখ, কেমন গুরু, শিষ্যের টাকা নিয়েছে। গুরু শিষ্যের জমি নিয়েছে।'

নেতাজীকে আনার সুযোগ করে দিচ্ছি। নিয়ে এসো; ঠিকানা দিচ্ছি। গভর্ণমেন্ট জানে, তবে আধা ঠিকানা জানে। পুরো ঠিকানাটা আমার কাছে চেয়েছিল। সেটা দেইনি বলেই তো বালক ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে কেস উঠিয়ে দাও পত্রিকায়। পি.সি. সেনকে (মুখ্যমন্ত্রী) তিন হাজার টাকা দিয়ে এলাম ডিফেন্স ফাণ্ডে। ঠিকানাটা যদি দিয়ে দিই কোন্ জায়গায় আছে, তবে কালকেই আমার নাম পত্রিকায় বড় বড় হরফে বের হবে। কোথায় কি কেস, সব ভেসে যাবে। গভর্ণমেন্টের

কানে কানে বলে দিলেই হলো, ব্যাস। এই দৈনিক পত্রিকাগুলো, গভর্ণমেন্টের ধামাধরা সব। এগুলোর ইজ্জৎ আছে কিনা জানি না। এগুলো এদেশের লোক, না অন্য দেশের লোক? আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো দেখ কিরকম। একটা লোক দাঁড়াবে, ৮০/৯০ লক্ষ লোকের নেতৃত্ব করছে, তাকে (শ্রীশ্রী ঠাকুরকে) সাহায্য করো। কোথায় সাহায্য করবে, তা নয়। যেভাবেই পার, তাকে রোখো (বাধা দাও)। বসুমতীতে ১৯৫০ সনে এ্যারেষ্টের ফটো তুলে দিয়েছে। কোন কারণ নেই। লোকে ভাববে, ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এইরকম এক কেসে ব্রিটিশের আইনে এক পত্রিকাকে সাজা দিল। পত্রিকা পরে স্বীকার করে জানিয়েছে, 'আমাদের ভুল হয়েছিল। আমরা ভুল করেছিলাম।' আর যুগান্তর পত্রিকা প্রথম পাতায় আর পাঁচের পাতায় দিয়েছে। ব্রিটিশের আরও কিছুকাল চাবুক মেরে, আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। ব্রিটিশের নিকট হতে আমরা কুকুরের শিক্ষা পেয়েছি। আমরা কেবল ব্রিটিশের কুকুরের সেবা করেছি। ব্রিটিশের সেবা করি নাই। এখানে একটা ইংরেজদের স্কুল হয়েছে। দেখ, রাস্তা কি সুন্দর করেছে এখন। আর এতদিন কি অবস্থা ছিল। **ব্রিটিশ বলেছে, 'যদি একেবারে ঠাণ্ডা থাকতে চাও, নেতাজীকে মার। সে এলে তোমরা দাঁড়াতে পারবে না।'** বালক ব্রহ্মচারী যদি দাঁড়ায়, এত বড় অর্গানাইজেশন আর কার আছে? আর সব অর্গানাইজেশন তো বাসি লুচি হয়ে গেছে। এই ম্যাজিষ্ট্রেট আগে ওদের সবাইকে অবিশ্বাস করেছে। এখন কোন এক অজ্ঞাত কারণে ওরা যা যা বলেছে, সেইমতই বিচার করেছে।

নেতাজীর গন্ধ যেখানে আছে, সেখানেই ওরা গিয়ে শেষ করে দিতে চাইছে। তোমাদের আশীর্বাদ করছি, একটু চিন্তা কোর। নেতাজী একথা জেনেছেন এবং খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আরে, নেতাজীরে আনুম ক্যামনে? তাঁকে আনলে ফাঁস (ফাঁসি) দিয়ে দেবে। একেবারে শেষ করে দেবে। নেতাজী এলে পর, ওপেন কোর্টে বিচার করবে। সবকিছু রয়েছে ওর (নেতাজীর) বিরুদ্ধে। কোনটার হাত হতে রেহাই পান নাই। নেতাজীকে আনলে অনেক সুবিধা হতো। কার গদী কে নষ্ট করে?

যে দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি ক'রে, খাল কেটে কুমীর (ব্রিটিশকে) এনেছে, সেই দেশের কথা কি বলবো। যেখানে বাপকে মেরে পোলা (ছেলে) গদী নিয়েছে, সেই দেশের মাটিতে আর কি হবে?

প্রশ্ন ঃ বাবা, নেতাজী আসবেন না?

উত্তর ঃ তুমি নিয়ে এসো। আমি কেবল সুযোগ-সুবিধা করছিলাম। তারজন্যই এইভাবে এ্যারেষ্ট করে নিল। বাঙালীর চেয়ে বিহারের লোকেরা ঢের ভাল। আমি তোমায় ঠিকানা দেব। তারপর কোথায় থাকবে, তাও বলে দেব। তুমি আনতে যাও, দেখ। তোমাকে হয়তো মেয়েলোকের কেসে ফেলে দিল। কোথায় লেখাপড়া করছো? শেষপর্যন্ত নেতাজীকে আনলে এই গভর্ণমেন্ট টিকবে না। তোমরা ঠিক কর, কি করবে।

প্রশ্ন ঃ বাবা, আমাকে বলো, কোথায় আছে, কি ভাবে আছে।

উত্তর ঃ সব বলে দেব। আমি একটা চিঠি লিখে দেব।

চল, আমার কাছে। একটা সই করা (নেতাজীর) কাগজ আছে। আর একটা সই করে, তোমাদের দিয়ে দিই সেটা। সাথে একটা চিঠি লিখে দিই। তোমাদের খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম। আমার ইচ্ছাটা একদিকে আছে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮) বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯) যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০) ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫